খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

পঞ্চম শ্রেণি

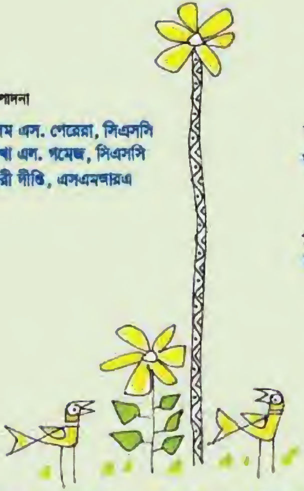

রচনা ও সম্পাদনা

ফাদার আদম এস. পেরেরা, সিএসসি
সিস্টার শিখা এল. গমেজ, সিএসসি
সিস্টার মেরী দীপ্তি, এসএমআরএ

চিত্রাঙ্কন

ডমিয়ন নিউটন পিনারু

শিল্প সম্পাদনা

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম মুদ্রণ : ২০১২

সমন্বয়ক
ফেরিয়াল আজাদ

গ্রাফিক্স
ডমিয়ন নিউটন পিনারু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিশু এক অপার বিস্ময়। তার সেই বিস্ময়ের জগৎ নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, শিশুবিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানীসহ অসংখ্য বিজ্ঞজন শিশুকে নিয়ে ভেবেছেন, ভাবছেন। তাঁদের সেই ভাবনানিচয়ের আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ নির্ধারিত হয় শিশু-শিক্ষার মৌল আদর্শ। শিশুর অপার বিস্ময়বোধ, অসীম কৌতূহল, অফুরন্ত আনন্দ ও উদ্যমের মতো মানবিক বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশ সাধনের সেই মৌল পটভূমিতে পরিমার্জিত হয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পুনর্নির্ধারিত হয় শিশুর সার্বিক বিকাশের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সামনে রেখে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও পরিশেষে শিখনফল নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পটভূমিতে শিক্ষাক্রমের প্রতিটি ধাপ নতুনভাবে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকে যত্নসহকারে অনুসরণ করা হয়েছে।

ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এর প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ এই বয়সেই একজন মানুষের ধর্মীয় ও নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়ভাবে গঠিত হয়। একথা মনে রেখেই এবারের খ্রিষ্টধর্ম শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে নৈতিক শিক্ষার দিকটি যোগ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি এমনভাবে প্রণীত হয়েছে যেন ধর্মশিক্ষা শুধু তত্ত্বগত দিকেই সীমিত না থাকে, বরং তা যেন জীবনের সার্বিক দিকগুলোকে, অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের আবেগীয়, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্যগত এবং মনোপেশিজ দিকগুলোকেও প্রভাবিত করে।

খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে পাঠ্যপুস্তকটি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যেন আমাদের শিক্ষার্থীরা ভালো ও মন্দের মধ্যেকার পার্থক্য বুঝতে শেখে, মন্দকে পরিহার করে ও ভালোকে গ্রহণ করার মাধ্যমে চরিত্রবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠে। ঈশ্বরকে, অতঃপর ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল প্রাণী ও প্রকৃতিকে তাদের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী চিনতে এবং ভালোবাসতে পারে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এর ভিত্তিতে প্রণীত হয় পাঠ্যপুস্তক। লক্ষণীয় যে, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতূহলী ও মনোযোগী করার জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে পাঠ্যপুস্তকগুলো চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয় ও টেকসই করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারও উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের চিত্র/ছবি ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে পাঠ্যপুস্তকটি পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণয়ন ও মুদ্রণ করে প্রকাশ করা হলো। বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকটিতে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। সুতরাং পাঠ্যপুস্তকটির অধিকতর উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য যেকোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যেসব কোমলমতি শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে তারা উপকৃত হলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি।

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	মানুষের দেহ, মন ও আত্মা	১–৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	ঈশ্বর	৭–১১
তৃতীয় অধ্যায়	ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর	১২–১৬
চতুর্থ অধ্যায়	কায়িন ও আবেল	১৭–২৩
পঞ্চম অধ্যায়	প্রবক্তা	২৪–২৯
ষষ্ঠ অধ্যায়	দশ আজ্ঞার অর্থ	৩০–৩৫
সপ্তম অধ্যায়	পরিত্রাণ	৩৬–৪০
অষ্টম অধ্যায়	মুক্তিদাতা যীশু	৪১–৪৭
নবম অধ্যায়	পবিত্র আত্মা	৪৮–৫৩
দশম অধ্যায়	মণ্ডলীর প্রেরণকাজ	৫৪–৫৮
একাদশ অধ্যায়	সাক্রামেন্ত	৫৯–৬৬
দ্বাদশ অধ্যায়	রুথ	৬৭–৭২
ত্রয়োদশ অধ্যায়	নেলসন ম্যান্ডেলা	৭৩–৭৭
চতুর্দশ অধ্যায়	শেষ বিচার	৭৮–৮৩
পঞ্চদশ অধ্যায়	টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়	৮৪–৮৮
ষোড়শ অধ্যায়	দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী	৮৯–৯৩

প্রথম অধ্যায়

মানুষের দেহ, মন ও আত্মা

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দেহ, মন ও আত্মা–এই তিনটি মিলে একজন মানুষ। এই তিনটি বিষয় একসাথে আছে বলেই আমরা স্বাভাবিকভাবে বেঁচে আছি। যদি কোন কারণে তিনটির মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাদের মধ্যে তিন–এর সমন্বিত কাজ অনবরত ঘটে চলছে। অথচ আমরা সে বিষয়ে সব সময় সচেতন থাকি না। এই অধ্যায়ে আমাদের দেহ, মন ও আত্মা সম্পর্কে আলোচনা করে আমরা নিজ নিজ দেহ, মন ও আত্মাকে শ্রদ্ধা করব। তাদের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করব।

মানুষের দেহ, মন ও আত্মা

আমাদের দেহ, মন ও আত্মা আছে। দেহকে আমরা দেখতে ও স্পর্শ করতে পারি। কিন্তু মন ও আত্মাকে দেখতে ও স্পর্শ করতে পারি না। আমাদের দেহটা নশ্বর অর্থাৎ এই দেহ একদিন মৃত্যুবরণ করবে ও নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের আত্মা অবিনশ্বর বা অমর। তার কোন বিনাশ নেই। মৃত্যুর সময় আত্মাটা ঈশ্বরের কাছে চলে যাবে। তখন ঈশ্বর সিদ্ধান্ত নিবেন আমাদের আত্মার স্থান কি স্বর্গে হবে না কি নরকে হবে। দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হলে মনের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে আমাদের মরদেহের মধ্যে অমূল্য একটি দান অর্থাৎ আমাদের অমর আত্মা বাস করছে।

আমের বিভিন্ন অংশ

আমাদের দেহ, মন ও আত্মার একতা বোঝার জন্য আমরা নিজেদেরকে আম, লিচু ইত্যাদি বিভিন্ন ফলের সাথে তুলনা করতে পারি।

ফল	মানুষ
১। এই ফলগুলোর চামড়া (বা খোসা), মাংস ও বীজ থাকে।	১। মানুষের দেহ, মন ও আত্মা আছে।
২। খোসা, মাংস ও বীজের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা।	২। দেহ, মন ও আত্মার কাজ সম্পূর্ণ আলাদা।
৩। খোসা, মাংস ও বীজ একসাথে যুক্ত না থাকলে পূর্ণ ফল তৈরি করতে পারে না।	৩। দেহ, মন ও আত্মা একসাথে যুক্ত না থাকলে পূর্ণ মানুষ তৈরি করতে পারে না।
৪। তিনটি জিনিস একটা থেকে অন্যটা আলাদা হলে মরে যায়, গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।	৪। দেহ, মন ও আত্মা আলাদা হয়ে গেলে মানুষ আর স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে না।
৫। ফলগুলো জীবন পায় গাছ থেকে। গাছের সাথে যুক্ত না থাকলে তারা নষ্ট হয়ে যায়।	৫। মানুষ যুক্ত থাকে তার ঈশ্বরের সাথে। ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়া সে জীবিত থাকতে পারে না।
৬। ফলের সার্থকতা আসে নিজেকে উৎসর্গ করার মাধ্যমে।	৬। মানুষেরও পূর্ণতা আসে নিজেকে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় উৎসর্গ করার মাধ্যমে।

উপরের এই তুলনাগুলো দেওয়া হয়েছে শুধু আমাদের দেহ, মন ও আত্মার একটি মিল দেখার জন্য। তার অর্থ এই নয় যে মানুষ সব দিক দিয়ে ফলের মতোই। প্রকৃতপক্ষে মানুষ হলো সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মানুষ সব প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এর কারণ হলো, মানুষের বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি না থাকলে মানুষ সাধারণ জড়বস্তুর মতোই হতো। বুদ্ধিবৃত্তি আছে বলে মানুষ অন্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা। অন্যান্য প্রাণীদেরও কিছু বুদ্ধি আছে। কিন্তু তারা জানে না যে তাদের বুদ্ধি আছে। মানুষ জানে যে তার বুদ্ধি আছে। এই কারণে মানুষ সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শুধু সব প্রাণীর মধ্যেই মানুষ শ্রেষ্ঠ নয়–পৃথিবীর সকল দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল সৃষ্টির মধ্যেও মানুষ শ্রেষ্ঠ। এর কারণ হলো, ঈশ্বর নিজেই মানুষকে মর্যাদা দিয়েছেন; তাকে স্থান দিয়েছেন সকল সৃষ্টির উপরে। কারণ ঈশ্বর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি

করেছেন। মানুষের মধ্যে তিনি অমর আত্মা দিয়েছেন।

ঈশ্বরের শক্তিতে মানুষ অনেক কিছু করতে পারে

দেহ, মন ও আত্মাবিশিষ্ট মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতো খাওয়াদাওয়া, সন্তান জন্মদান ও লালনপালন করা ছাড়া আরও অনেক কিছুই করতে পারে। যেমন,

১। প্রধানত দেহ ব্যবহার করে মানুষ উন্নয়নমূলক কাজ, সুন্দর সুন্দর কৌশলপূর্ণ খেলাধুলা, অন্যের জন্য দয়ার কাজ ইত্যাদি করতে পারে। সে নতুন কিছু গড়তেও পারে আবার ধ্বংসও করতে পারে।

২। প্রধানত মন দিয়ে মানুষ চিন্তা, পরিকল্পনা, পড়াশুনা, পরামর্শ দান, নতুন কিছু আবিষ্কার ইত্যাদি করতে পারে। সে ভালো চিন্তাও করতে পারে আবার মন্দ চিন্তাও করতে পারে। যুক্তি দিয়ে বিশ্বাসও করতে পারে আবার অবিশ্বাসও করতে পারে।

৩। প্রধানত আত্মার শক্তিতে মানুষ ঈশ্বরের উপস্থিতি দেখতে পায় ও তাঁকে অনুভব করতে পারে, ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে, পবিত্রতা অর্জন করতে পারে।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মানুষ সচেতনভাবে যা করে তার মধ্যে কোন না কোনভাবে তার দেহ, মন ও আত্মা–তিনটাই জড়িত থাকে। মানুষ নিজের থেকে কিছুই করতে পারে না। সে যা করে তা ঈশ্বরের দেওয়া শক্তিতেই করে।

ঈশ্বর সবকিছু দেখেন ও পরিচালনা করেন

ঈশ্বর একই সময়ে সব জায়গায় আছেন। তিনি এই মুহূর্তে যেমন এখানে ও আমার মধ্যে আছেন, তেমনি পৃথিবীর সবস্থানে ও সব মানুষের মধ্যে আছেন। তিনি সবকিছু জানেন ও দেখেন। জগতের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যা–কিছু ঘটেছে, সবই তিনি জানেন। ভবিষ্যতে কী কী ঘটবে, তাও তিনি জানেন। আমরা যা বলি, চিন্তা করি বা কল্পনা করি তাও তিনি জানেন ও দেখেন। তিনি সবসময় আমাদের দেহ, মন ও আত্মার সবকিছুই দেখেন ও জানেন। আমরা যদি গোপনে কিছু চিন্তা করি বা লুকিয়ে কোন কাজ করি তাও তিনি দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন করা যায় না। আমি যদি কোন মানুষকে না দেখিয়ে মাটির নিচে কোন জিনিস পুতে রাখি তাও তিনি দেখতে পান ও জানতে পারেন। আমরা হয়তো মানুষের চোখ এড়াতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের চোখ কোনভাবেই এড়াতে পারি না।

প্রবক্তা জেরেমিয়ার (যিরমিয়র) মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেই বলেন, "আমি কি শুধু কাছেরই ঈশ্বর? আমি কি দূরের ঈশ্বরও নই? কেউ কোন গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকলে আমি কি তাকে দেখতে পাই না? আমি কি স্বর্গমর্ত জুড়েই নেই?" (জেরে ২৩:২৩–২৪)।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান

'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান' এই কথার অর্থ হলো ঈশ্বর তাঁর নিজ শক্তি দ্বারা সবই করতে পারেন। তাঁর অসাধ্য কিছুই নেই। দুই চোখ দিয়ে আমরা যাকিছু দেখি ও অনুভব করি, তা সবই ঈশ্বর নিজের শক্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তিনি এত শক্তিমান যে, শুধু মুখের কথার দ্বারাই তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রিস্ট পূর্ণ মানব হলেও তিনি আবার পূর্ণ ঈশ্বর। ঈশ্বর হয়েও কীভাবে তিনি মানুষ হলেন। কত আশ্চর্য কাজ করলেন। মৃত্যুবরণ করেও পুনরুত্থান করলেন। এগুলো তাঁর শক্তিরই প্রকাশ। ঈশ্বরের পক্ষে কোন কিছুই অসাধ্য নয়।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান

ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তাঁর গৌরবের জন্য। এই কারণেই আমরা দেখি সমস্ত সৃষ্টি তাঁর বন্দনা ও প্রশংসায় মুখর। আমরা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কাজেই আমরা আমাদের চিন্তা, কথা ও কাজ তথা সারাটা জীবন দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভক্তিশ্রদ্ধা, সম্মান, প্রশংসা ও বন্দনা করব। কারণ এটি আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। নিম্নলিখিতভাবে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতে পারি:

১। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের মাধ্যমে ঈশ্বরকেই ভালোবাসা যায়। সকল মানুষকে ভালোবেসে এমনকি শত্রুদেরও ক্ষমা করে ও ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মানের সবচেয়ে বাস্তব প্রকাশ ঘটাতে পারি।

২। ঈশ্বরের অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি যথাযথ যত্নশীল হয়ে আমরা ঈশ্বরকে সম্মান শ্রদ্ধা করতে পারি।

৩। পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি বাধ্য থেকে ও ভালোবাসা প্রকাশ করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। বাধ্যতা হলো ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মানেরই প্রকাশ।

৪। দীনদরিদ্র, অবহেলিত, অসুস্থ ও বৃদ্ধ মানুষদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিয়ে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান দেখিয়ে থাকি। কারণ যীশু তাদের মাঝে আছেন।

৫। ঈশ্বরের পুত্র যীশুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন করি। পিতা ঈশ্বর আমাদের সামনে তাঁর পুত্রকে আদর্শ হিসেবে দিয়েছেন।

৬। প্রতিদিন প্রার্থনা, ধ্যান ও উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রশংসাকীর্তন করে আমরা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়ে থাকি।

৭। সর্বদা সৎপথে চলার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের উৎস ঈশ্বরের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি। কেননা, সৎপথে চলার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করি যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান।

কী শিখলাম

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও মহান। তিনি সবকিছু দেখেন ও পরিচালনা করেন। ঈশ্বরকে আমরা ভক্তিশ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাব। কারণ তিনিই তো আমাদেরকে দেহ, মন ও আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

পরিকল্পিত কাজ

তিনটি বৃত্ত এঁকে, একটার সাথে আর একটা সংযুক্ত করে তার ভিতরে দেহ মন ও আত্মা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

(ক) আমাদের আত্মা----------।

(খ) মানুষের দেহ, মন ও -------আছে।

(গ) মানুষ সব প্রাণীর মধ্যে---------।

(ঘ) আত্মার শক্তিতে মানুষ ঈশ্বরের --------- দেখতে পায়।

(ঙ) ঈশ্বর তাঁর নিজ শক্তি দ্বারা------ করতে পারেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) দেহ মন ও আত্মা	ক) মনটার আর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।
খ) দেহ থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হলে	খ) তাঁর গৌরবের জন্য।
গ) প্রকৃতপক্ষে মানুষ হলো	গ) তাঁর বুদ্ধি আছে।
ঘ) মানুষ জানে যে	ঘ) প্রশংসায় মুখর।
ঙ) ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন	ঙ) এই তিনটি মিলে একজন মানুষ।
	চ) সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ মৃত্যুর সময় আমাদের আত্মা কার কাছে যায়?

(ক) স্বর্গদূতদের (খ) দিয়াবলের
(গ) ঈশ্বরের (ঘ) ধার্মিকদের

৩.২ দেহ, মন ও আত্মা আলাদা হলে মানুষের অবস্থা কিরূপ হয়?

(ক) মারা যায় (খ) অসুস্থ হয়
(গ) দুর্বল হয় (ঘ) শক্তিহীন হয়

৩.৩ কী কারণে মানুষ সব কিছু থেকে আলাদা?

(ক) বুদ্ধি আছে বলে (খ) মন আছে বলে
(গ) দেহ আছে বলে (ঘ) আত্মা আছে বলে

৩.৪ কী শক্তিতে মানুষ ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে?

(ক) দেহের (খ) মনের
(গ) আত্মার (ঘ) বুদ্ধির

৩.৫ ঈশ্বর একই সময়ে কত জায়গায় থাকতে পারেন?

(ক) এক জায়গায় (খ) তিন জায়গায়
(গ) পাঁচ জায়গায় (ঘ) সব জায়গায়

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) কার সহায়তায় মানুষ জীবিত থাকতে পারে?
খ) মন দিয়ে মানুষ কী কী করতে পারে?
গ) মানুষ সচেতনভাবে যা করে তার মধ্যে কী কী জড়িত থাকে?
ঘ) জগতের শুরু থেকে যা কিছু ঘটেছে তা কে জানেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) ঈশ্বর কীভাবে দেখেন ও পরিচালনা করেন?
খ) ঈশ্বরের শক্তিতে মানুষ কী কী করতে পারে?
গ) দেহ, মন ও আত্মার কাজ কী কী?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈশ্বর

মানুষ ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির শুরু আছে এবং শেষও আছে। আছে জন্ম, আছে মৃত্যু। কিন্তু ঈশ্বরের কোন আদি এবং অন্ত নেই। তিনি ছিলেন, আছেন ও চিরকাল থাকবেন। আমরা মানুষ হিসাবে জন্ম নেওয়ার আগে ছিলাম না; এখন আছি, ভবিষ্যতে আমাদের আত্মা থাকবে কিন্তু দেহ থাকবে না। এটি একটি রহস্য। আমরা অনাদি, অনন্ত ও অসীম ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব হিসেবে এই রহস্যের অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারি না। তা ভেবেও আমরা কোন কূল কিনারা পাই না। তাই আমরা ঈশ্বরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি, তাঁর উপাসনা করি। তাঁর সকল সৃষ্টি ও তাঁর কাজের জন্য আমরা তাঁর প্রশংসা করি।

অনাদি অনন্ত ঈশ্বর সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের কথা

ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। তিনি আদিতে ছিলেন, এখন আছেন ও চিরদিন থাকবেন। অনাদিকালকে অন্যকথায় বলা হয় শাশ্বতকাল। অনাদি অনন্ত ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যেন আমরা তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে পারি। আমরা সকলেই শাশ্বত জীবন পেয়ে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হতে পারব যদি আমরা যীশুর কথা শুনি ও তা মেনে চলি। কারণ পুত্র ঈশ্বরকে অর্থাৎ যীশুকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন পিতা ঈশ্বর। যদি আমরা যীশুর কথা মেনে চলি তবে আমরা পিতা ঈশ্বরের কথাও মেনে চলি। যীশু আরও বলেন, আমরা যদি গভীর বিশ্বাস নিয়ে যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি তবে আমরা শাশ্বত জীবন লাভ করতে পারি। যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করার অর্থ তাঁর সকল আদেশ মেনে চলা। যদি আমরা যীশুর বাধ্য হয়ে চলি তবে শেষদিনে যীশুই আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন। কারণ তিনি

আমিই জীবনময় রুটি

নিজেই পুনরুত্থান করেছেন। পুনরুত্থিত হয়ে আমরা অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত হতে পারি। যীশুর উপর বিশ্বাস রেখেছি বলে আমরা দৈহিকভাবে মৃত্যুবরণ করলেও যীশুর মতো করেই সেই শেষ দিনে পুনরুত্থান করব।

সাধু পল বলেন, আমরা এখন পাপের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বরের সন্তান হয়ে উঠেছি। এভাবে আমরা পবিত্র হয়েছি। তিনি চান আমরা যেন আর পাপের দাসত্বে আবদ্ধ না হই। যদি আমরা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করি তবেই আমরা শাশ্বত জীবন পেতে পারি। অর্থাৎ আমরা অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকতে পারি। আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, পাপের ফল হলো মৃত্যু, কিন্তু যীশুর পথে চলার ফল হলো শাশ্বত জীবন।

ঈশ্বর অনাদি অনন্ত

অনাদি ও অনন্ত ঈশ্বরের গুণাবলি অদৃশ্য। কিন্তু আমরা তা জানতে পারি তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে। সাধু পল বলেন, "জগতের সৃষ্টিকাল থেকে তাঁর অদৃশ্য গুণাবলি–তাঁর সেই চিরস্থায়ী শক্তি ও তাঁর ঈশ্বরত্ব–সে তো মানুষের বুদ্ধিগোচর হয়েই আছে: তাঁর সৃষ্ট সব–কিছুর মধ্য দিয়েই তা উপলব্ধি করা যায়" (রোম ১:২০)। "সমস্ত–কিছু হবার আগে থেকেই তিনি আছেন; সমস্ত–কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ" (কল ১:১৭)।

উপরের কথাগুলো থেকে আমরা শাশ্বত জীবনের বিষয়ে বাইবেলের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে পারলাম। সেই শাশ্বত জীবন ঈশ্বর নিজেই। মোশী জ্বলন্ত ঝোপের কাছে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরকে তাঁর নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। মোশীর কাছে তিনি বলেন, "আমি সেই 'আমি আছি' যিনি! ইস্রায়েলীয়দের তুমি এই কথা বলবে: 'আমি আছি যিনি, সেই তিনিই আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন!" (যাত্রা ৩:১৪)। 'আমি আছি' এই কথার মাধ্যমে ঈশ্বর বলতে চান যে, তিনি সব সময় আছেন। অতীতে যেমন ছিলেন, এখন আছেন ও চিরকাল তিনি থাকবেন। তিনি অনাদি অনন্ত।

ঈশ্বর একই সময়ে সর্বত্র বিরাজমান

সামসঙ্গীত রচয়িতা দাউদের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের সর্বত্র উপস্থিতির বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দরভাবে জানতে পারি। তিনি লিখেছেন:
তোমাকে এড়িয়ে গিয়ে কোথাও কি যেতে পারি আমি?
তোমার সামনে থেকে কোথাও পালাতে পারি আমি?
স্বর্গলোকে উঠে যাই, সেখানেও রয়েছ যে তুমি;

অধোলোকে নেমে যাই, সেখানেও সামনে যে তুমি;
যদি উড়ে চলে যাই প্রত্যুষের দিগন্ত–সীমায়,
যদি আমি বাসা বাঁধি পশ্চিম–সাগর ছেড়ে দূর উপকূলে,
সেখানেও তোমার হাত আমাকে দেখিয়ে দেবে পথ;
আমায় রাখবে ধরে তোমার ওই হাতখানি (সাম ১৩৯:৭–১৩)।

প্রবচন গ্রন্থের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, ঈশ্বর সব সময়ই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখেন: "দুর্জন–সজ্জন সকলেরই দিকে সর্বত্রই ঈশ্বর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন" (প্রবচন ১৫:৩)। ঈশ্বর মানুষের অন্তরে প্রবেশ করেন তাঁর বাণী দিয়ে: "মনে রেখো: পরমেশ্বরের বাণী সপ্রাণ ও সক্রিয়। তা যে–কোন দুধারী খড়্গের চেয়েও তীক্ষ্ণ; তা অন্তরের সেই স্থানেও ভেদ করে গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে প্রাণ ও আত্মা এবং গ্রন্থি ও মজ্জার তাসবিতান। সেই বাণী হৃদয়ের বাসনা ও ভাবচিন্তাও বিচার করে" (হিব্রু ৪:১২)।

ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার উপায়

একবার সমুদ্রে একটা বড় মাছের কাছে একটা ছোট মাছ এসে জিজ্ঞেস করল, "সমুদ্র কোথায়?" বড় মাছ উত্তরে বলল, "এটাই তো সমুদ্র। তুমি তো সমুদ্রেই সাঁতরাচ্ছ।" ছোট মাছটি বলল, এটা তো কেবল পানি। এখানে তো আমি সমুদ্র দেখতে পাই না।" আমাদের বেলায়ও ঠিক তদ্রূপ। আমরা ঈশ্বরের মধ্যেই রয়েছি। তাঁর কাছ থেকে কোথাও পালাতে পারি না আমরা। অথচ তাঁকে দেখার জন্য আমাদের মধ্যে অনেক আগ্রহ। কীভাবে আমরা তাঁর সান্নিধ্যে আসতে পারি? আমরা যে ঈশ্বরের মধ্যেই সর্বদা আছি সেই বিষয়ে আরও বেশি সচেতন হওয়ার জন্য আমরা নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারি:

১। ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য অন্তরে আগ্রহ সর্বদা জাগ্রত রাখা।
২। যীশুর মধ্য দিয়ে পিতাকে দেখতে পাওয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখা।
৩। সামসংগীত ১৩৯ নম্বর ধীরে ধীরে ও প্রার্থনা পূর্ণভাবে পাঠ করা।
৪। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করা।
৫। পাপের পথ ছেড়ে ভালো পথে আসার জন্য বারে বারে মন পরিবর্তন করা এবং হৃদয় পবিত্র করার জন্য সব সময় সাক্রামেন্তগুলো সযত্নে গ্রহণ করা।
৬। ঘন ঘন উপাসনায় যোগ দেওয়া; উপাসনার সময় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া ও ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করা।
৭। প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল থেকে কিছু অংশ ভক্তিসহকারে ও প্রার্থনাপূর্ণভাবে পাঠ করা। কারণ বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। তাঁর বাণী পাঠ করার অর্থ তাঁর কথা শোনা। তাঁর কথা শোনার অর্থ তাঁর কাছে থাকা।

৮। যীশুর নামে অভাবী ও দীনদুঃখী মানুষের জন্য প্রতিদিন ছোট ছোট কিছু দয়ার কাজ করা। কারণ যীশু বলেছেন, তিনি ঐ তুচ্ছতম মানুষদের মাঝেই আছেন।
৯। ভক্তি সহকারে আধ্যাত্মিক গুরুদের পরামর্শ শোনা।

গান করি

তুমি আমার বন্ধু যীশু তুমি মম সাথী।

কী শিখলাম

ঈশ্বর অনাদি ও অনন্ত এবং তিনি সর্বত্র বিরাজমান তা জানতে পেরেছি। ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার উপায়ও জানতে পেরেছি।

পরিকল্পিত কাজ

কীভাবে সর্বদা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকা যায় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) অনাদিকালকে অন্যকথায় বলা হয়---------।
খ) পরমেশ্বরকে আমরা যদি মেনে চলি তবে----- সুখে থাকব।
গ) অনাদি ও অনন্ত ঈশ্বরের গুণাবলি --------।
ঘ) প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল থেকে কিছু অংশ ভক্তিসহকারে ও ------ পাঠ করা।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) আমি তো শেষদিন তাকে	ক) যীশুর মধ্য দিয়ে দান করেন শাশ্বত জীবন।
খ) আমরা রুটি ও দ্রাক্ষারসের আকারে	খ) শাশ্বত ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারি।
গ) পাপ আনে মৃত্যু কিন্তু পরমেশ্বর	গ) তোমাদের অন্তরে বাস করেন।
ঘ) প্রবক্তা ইসাইয়ার মধ্য দিয়ে	ঘ) পুনরুত্থিত করবই।
ঙ) তোমরা নিশ্চয়ই জান যে	ঙ) যীশুর দেহ ও রক্ত গ্রহণ করি।
	চ) তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১। ঈশ্বরের সকল কাজ ও সৃষ্টির জন্য আমরা কী করে থাকি?

(ক) তাঁর নিন্দা (খ) তাঁর প্রশংসা

(গ) তাঁর গৌরব (ঘ) তাঁর স্তুতিবাদ

৩.২ যীশু নিজেকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

(ক) রুটির (খ) দেহের

(গ) মানুষের (ঘ) মাছের

৩.৩ অনন্তকাল সুখে থাকার জন্য আমাদের কী করতে হবে?

(ক) পরমেশ্বরকে মানতে হবে (খ) স্বর্গদূতদের মানতে হবে

(গ) দিয়াবলকে মানতে হবে (ঘ) ধার্মিকদের মানতে হবে

৩.৪ পরমেশ্বরের বাণী কী রকম–

(ক) তীক্ষ্ম ও ধারালো (খ) সপ্রাণ ও সক্রিয়

(গ) শক্ত ও কঠিন (ঘ) তীক্ষ্ম ও সক্রিয়

৩.৫ আধ্যাত্মিক গুরুর পরামর্শ কীভাবে শুনতে হবে?

(ক) নম্রতা সহকারে (খ) যত্ন সহকারে

(গ) ভক্তি সহকারে (ঘ) শ্রদ্ধা সহকারে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের গুণাবলি কীভাবে জানতে পারি?

খ) শাশ্বত জীবন কে?

গ) "আমি আছি" একথার মাধ্যমে ঈশ্বর কী বলতে চান?

ঘ) ঈশ্বরের উপস্থিতির বিষয়ে সব চেয়ে সুন্দরভাবে কার মাধ্যমে জানতে পারি?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকার ৫টি উপায় লেখ।

খ) ঈশ্বর অনাদি অনন্ত–একথার অর্থ বুঝিয়ে লেখ।

তৃতীয় অধ্যায়
ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর

ত্রিব্যক্তি ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা প্রতি শ্রেণিতে একটু একটু করে জানতে পারছি। সারা জীবন জানলেও এই বিষয়ে আমাদের জানা শেষ হবে না। কারণ এই বিষয়টি খুবই রহস্যময়। আমরা আমাদের জানা বিষয়গুলো জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছি। এই শ্রেণিতে আমরা জানব যে ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি পরস্পর থেকে আলাদা। তা সত্ত্বেও তাঁরা সমান এবং তিন ব্যক্তির মধ্যে একটি একতা আছে। তিন ব্যক্তি পরস্পরকে যেভাবে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে থাকে আমরাও আমাদের জীবনে সেভাবে পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিব।

ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের তিন ব্যক্তি সমান

মানুষের দেহ, মন ও আত্মার সম্পর্কে আমরা প্রথম অধ্যায়ে জেনেছি। সেখানে আমরা দেহ, মন ও আত্মার একতাকে ফলের সঙ্গে তুলনা করেছি। ঐ উদাহরণগুলো আমরা আবার এখানে স্মরণ করতে পারি। আমরা দেখেছি যে, আম ও লিচু এবং এ ধরনের কোন কোন ফলের মধ্যে খোসা, শাঁস ও বীজ থাকে। তিনটির কাজ ও বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ আলাদা। অথচ তারা মিলে একটি ফল। ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের বেলায়ও আমরা ঐ উদাহরণটি প্রয়োগ করতে পারি। তিনটি জিনিস মিলে যেমন একটা ফল হয় ঠিক তেমনি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা মিলে এক ঈশ্বর। এখানে আমরা পূর্বে ব্যবহৃত আরও একটি উদাহরণ প্রয়োগ করতে পারি। সেটি হলো পানি। পানিকে আমরা তিনটি রূপে আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পাই। যেমন সাধারণ পানির একটা রূপ। আবার এই পানি জমে বরফ হয়ে গেলেও সেটা পানিই থাকে। একই পানি আগুনে তাপ দিতে থাকলে তা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। যে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায় সেটাও পানি। কাজেই বাষ্প, বরফ ও সাধারণ পানি তিন রূপে দেখলেও তারা পানি। তেমনিভাবে তিন ব্যক্তি আলাদা হলেও তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর। তিন ব্যক্তি আবার সমান।

তিন ব্যক্তির একতা

ত্রিব্যক্তি সম্পর্কে আমরা পরিবারের উদাহরণ নিয়েও আগে আলাপ করেছি। পরিবারে বাবা, মা এবং সন্তান থাকে। অনেক পরিবারে বাবা, মা ও সন্তানদের মধ্যে যথাযথ ভালোবাসা থাকে, একত্রে কাজের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়ন এবং অভিজ্ঞতা সহভাগিতা

করা হয়। এসব পরিবার ভালোমত চলে ও তাদের মধ্যে একতা থাকে। তাতে তারা সুখী হয়। কিন্তু এগুলো না থাকলে পরিবারে কখনও সুখ–শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করে না। এরকম পরিবারের মানুষ অসুখী হয়।

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর

পবিত্র ত্রিত্ব আমাদের সামনে একটি মহান আদর্শ। কেননা, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে একটি একতা বিরাজ করে। তিন ব্যক্তি পরস্পরকে সমান মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কেউ কারও কাজে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু সহযোগিতা করেন। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে পারস্পরিক সহভাগিতাও আছে। কারণ পিতা কী করেন তা পুত্র এবং পবিত্র আত্মা জানেন। পুত্র কী করেন তা পিতা ও পবিত্র আত্মা জানেন। একইভাবে পবিত্র আত্মা যা করেন তা পিতা ও পুত্র জানেন। তাঁরা এসব করেন কারণ তাঁরা পরস্পরকে ভালোবাসেন ও মর্যাদা দিয়ে থাকেন। এই কারণে পবিত্র ত্রিত্ব টিকে থাকছে।

পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া

আমরা যদি সুখী ও আনন্দিত হতে চাই তবে পবিত্র ত্রিত্বের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। পবিত্র ত্রিত্বের মতো করে আমাদেরও পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে হবে। এর জন্য আমরা নিম্নলিখিত কয়েকজন ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

ক) মহাত্মা গান্ধী: দেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন, কিন্তু অন্যদের মর্যাদাও তিনি রক্ষা করতে চেয়েছেন। তাই তিনি অহিংস নীতি গড়ে তুলেছিলেন। আমরা সেই নীতি অনুসরণ করে নিজের অধিকার রক্ষা করব এবং অন্যদেরও অধিকার দিব।

খ) মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র): যুক্তরাষ্ট্রে সাদা ও কালোদের মধ্যে ভেদাভেদ ছিল। অনেকদিন ধরে নিগ্রোরা সেই দেশে দাসের মতো কাজ করেছে। তাদেরকে সেই অবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য মার্টিন লুথার কিং অহিংস নীতির অনুসরণ করেছিলেন। তিনি "আমার একটি স্বপ্ন আছে" নামক একটি চমৎকার বক্তব্যে তাঁর নীতি ব্যাখ্যা করেছেন। অবশেষে সেই দেশে শান্তি ও একতা জেগেছে।

গ) নেলসন ম্যান্ডেলা: দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুদিন যাবৎ দলাদলি ও কোন্দল চলছিল। কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা সব দলকে একত্রে এনে তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে দেশ পরিচালনা করতে শুরু করেন। এভাবে তাঁর নেতৃত্বে সেই দেশে সুন্দর,শান্তি ও একতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পরিবারে আমরা নিম্নলিখিতভাবে পরস্পরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে পারি:

১। কখনো অন্য কারও চিঠি না খোলা ও না পড়া;

২। বাড়ির কর্মচারী, কাজের লোক বা শ্রমিকদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা;

৩। বাড়িতে অতিথি এলে প্রয়োজনে টেলিভিশন বন্ধ করে রেখে বা কাজ রেখে তাদের সাথে কথা বলা;

৪। অন্য কারও জিনিস অনুমতি ছাড়া না ধরা;

৫। টয়লেট, বেসিন ইত্যাদি ব্যবহার করে অন্যদের ব্যবহারের জন্য তা পরিষ্কার করে রেখে আসা;

৬। অন্যদের সামনে কারও ভুল ধরিয়ে না দেওয়া এবং ভুলের কথা অন্যদের সামনে না বলা;

৭। খাবারের সময় নিজে সবচেয়ে ভালো অংশ এবং বেশি বেশি না নিয়ে অন্যদের জন্যও রেখে দেওয়া;

৮। ব্যবহারের কোন জিনিস নষ্ট হলে যথাযথ ব্যক্তিকে জানান;

৯। খাবার পর নিজের থালা ও গ্লাস নিজে ধুয়ে রাখা; বৃদ্ধ বা অসুস্থ কেউ থাকলে তাকে সাহায্য করা;

১০। স্নানের পর তোয়ালে বা গামছা শুকানোর জন্য যথাযথ স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া;

১১। মা–বাবা ও অন্যান্য গুরুজনদের বাধ্য থাকা;

১২। মা–বাবা পড়াশুনা না জানলেও বা কম জানলেও তাদেরকে সমালোচনা না করা, বরং তাদেরকে সম্মান করা;

১৩। কারও গায়ে পা বা ধাক্কা লাগলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাওয়া।

সম্ভব হলে নিচের গানটি নৃত্যের মাধ্যমে অভিনয় কর:

জগদ্‌কারণম, জগত্তারণম, জগদ্‌প্রাণনম ত্রিব্যক্তিতে এক ভগবান ...

কী শিখলাম

ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের তিন ব্যক্তি সমান, তিন ব্যক্তির মধ্যে একতা বিরাজমান। পরস্পরকে কীভাবে মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া যায় সেবিষয়েও জানতে পেরেছি।

পরিকল্পিত কাজ

পরস্পরকে কেন মর্যাদা দেওয়া উচিত এবং কীভাবে তা দেওয়া যায় তা দলে সহভাগিতা কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) পিতা, পুত্র ও -------- মিলে এক ঈশ্বর।

খ) পবিত্র ত্রিত্ব আমাদের সামনে একটি --------- আদর্শ।

গ) পবিত্র আত্মা যা করেন তা পিতা ও ------- -জানেন।

ঘ) পবিত্র ত্রিত্বের মতো আমাদের পরস্পরকে ------ ও গুরুত্ব দিতে হবে।

ঙ) যুক্তরাষ্ট্রে সাদা ও কালোদের মধ্যে ------ছিল।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) ত্রিব্যক্তি ঈশ্বরের তিনব্যক্তি	ক) তিনরূপে দেখলেও পানি।
খ) দেহ, মন ও আত্মার একতাকে	খ) যথাযথ ভালোবাসা থাকে।
গ) বাষ্প, বরফ ও সাধারণ পানি	গ) সুখী হয়।
ঘ) তিন ব্যক্তি আলাদা হলেও	ঘ) পরস্পর থেকে আলাদা।
ঙ) পরিবারে বাবা মা ও সন্তানদের মধ্যে	ঙ) তিন ব্যক্তি মিলে এক ঈশ্বর।
	চ) ফলের সঙ্গে তুলনা করা হয়।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মধ্যে কী বিরাজ করে?

(ক) হিংসা (খ) একতা (গ) শান্তি (ঘ) ঘৃণা

৩.২ সুখী ও আনন্দিত হতে চাইলে কার কাছ থেকে শিখতে পারি?

(ক) পিতা (খ) পুত্র (গ) পবিত্র আত্মা (ঘ) পবিত্র ত্রিত্ব

৩.৩দেশকে স্বাধীন করার জন্য মহাত্মা গান্ধী কী করেছিলেন?

(ক) সংগ্রাম (খ) যুদ্ধ (গ) হিংসা (ঘ) মারামারি

৩.৪ মার্টিন লুথার কিং কী নীতি অনুসরণ করেছিলেন?

(ক) হিংসার (খ) অহিংসার (গ) দাসত্বের (ঘ) খড়্গের

৩.৫ দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুদিন যাবৎ কী চলছিল??

(ক) শান্তি ও মিলন (খ) একতা ও ভালোবাসা

(গ) দলাদলি ও কোন্দল (ঘ) মারামারি ও যুদ্ধ

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) বাড়িতে অতিথি আসলে কী করতে হবে?

খ) কাজের লোক বা শ্রমিকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হবে?

গ) খাবারের সময় কী করা ভালো?

ঘ) পিতামাতার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) পরস্পরকে কী কী ভাবে মর্যাদা ও গুরুত্ব দেওয়া যায়?

খ) তিন ব্যক্তির একতা ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়
কায়িন ও আবেল

সৃষ্টির শুরুর দিকেই মানুষের মনে হিংসা দেখা দিয়েছিল। হিংসার বশবর্তী হয়ে ও স্বাধীন ইচ্ছার বলে মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে জঘন্য পাপ করল। কিন্তু সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, যিনি একই সময়ে সর্বত্রই উপস্থিত আছেন, তাঁর চোখ এই ঘৃণ্য অপরাধ এড়াতে পারে নি। মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা এই পাপ করেছে বলে তার যোগ্য শাস্তিও তাকে মাথা পেতে নিতে হলো। এই বিষয়গুলো জানার মাধ্যমে আমরা হিংসা পরিহার করে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। তাতে আমরা নিজেরাও সুখী হতে পারব এবং সমাজকেও সুখী করতে পারব।

কায়িন (কয়িন) ও আবেল (হেবল)

পৃথিবীতে আদম ও হবার কঠোর পরিশ্রমের দিন কাটতে লাগল। তাঁদের ঘরে এলো দুইটি সন্তান। বড়টির নাম কায়িন (কয়িন) এবং ছোটটির নাম আবেল (হেবল)। কায়িন ও আবেল ধীরে ধীরে বড় হলো। এরপর তারা তাদের বাবার মতো কঠোর পরিশ্রমের কাজে অভ্যস্ত হলো। তবে তাদের দুই ভাই দুই পেশা গ্রহণ করল। কায়িন গ্রহণ করল জমি চাষের পেশা। আর আবেল বেছে নিল মেষ পালনের কাজ। দুইজনের মনোভাব দুইরকম ছিল। কায়িনের মন ছিল কঠিন প্রকৃতির। কিন্তু তার ছোট ভাইয়ের মন ছিল কোমল ও উদার।

কায়িন ও আবেলের বলিদান

কায়িন ও আবেল দুইজন দুইরকম হলেও তারা দুইজনেই ঈশ্বরের প্রতি নৈবেদ্য উৎসর্গ করত। কায়িন নৈবেদ্য হিসেবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করল জমি থেকে তার উৎপাদিত খানিকটা ফসল। আবেলও নৈবেদ্য উৎসর্গ করল। সে উৎসর্গ করল তার পালের কয়েকটি মেষশাবক, সেগুলোর দেহের সেরা অংশ। ঈশ্বর আবেল ও তার নৈবেদ্যের দিকে প্রসন্ন চোখে তাকালেন। কিন্তু কায়িন ও তার দানের প্রতি প্রসন্ন হলেন না। এতে কায়িন খুব রেগে গেল। রাগে, দুঃখে ও হিংসায় কায়িনের মুখ ভারী হয়ে গেল। তখন ঈশ্বর কায়িনকে বললেন "অমন রাগ করছ কেন? কেন মুখটা অমন নিচু করে রয়েছ? তুমি ভালো কাজ করো, তাহলে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারবে। ভালো কাজ যদি না করো তাহলে

জেনে রাখ পাপ কিন্তু দরজায় ওত পেতে বসেই আছে। তোমাকে গ্রাস করার জন্য লোলুপ হয়ে আছে। তাকে তুমি বরং বশেই আন" (আদি ৪:৬–৭)। ঈশ্বরের কথা থেকেই আমরা বুঝতে পারি কেন তিনি আবেলের নৈবেদ্য গ্রহণ করলেন এবং কেন কায়িনেরটা গ্রহণ করলেন না। ঈশ্বর মানুষের মনোভাব দেখতে চান, বস্তু নয়। কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের মনোভাব প্রকাশ পায়। আবেলের কাজ ভালো ছিল। তাই তার দানগুলোও ভালো ছিল। ঈশ্বরের সামনে সে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছিল। অন্যদিকে কায়িনের কাজ ভালো ছিল না। তাই ঈশ্বরের সামনে সে মাথা নিচু করে ছিল।

আবেলের বলি উৎসর্গ

কায়িন তার ভাই আবেলকে হত্যা করল

কায়িন ঈশ্বরের কথা না শুনে নিজের হিংসার বশে চলতে লাগল এবং সে অনুসারেই সে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিল। মনে মনে সে সিদ্ধান্ত নিল সে তার আপন ভাই আবেলকে মেরে ফেলবে। তাই একদিন কায়িন তার ভাই আবেলকে বলল, 'চল, মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি।' আবেল তার ভাইয়ের সাথে মাঠে গেল। সেখানে কায়িন তার ভাই আবেলকে আক্রমণ করে তাকে মেরেই ফেলল। ঈশ্বর তখন কায়িনকে জিজ্ঞেস করলেন, "কায়িন, তোমার ভাই আবেল কোথায়?" কায়িন উত্তরে জানাল যে, সে তার ভাই এর খবর জানে না। সে আরও ঈশ্বরকে উল্টা প্রশ্ন করল, 'আমি কি আমার ভাইয়ের রক্ষী নাকি?' আমরা জানি, ঈশ্বর সবকিছু জানেন ও দেখেন। তিনি মানুষের অন্তরের কথাও জানেন। কায়িনের মনে যা ছিল তাও তিনি জানতেন। কায়িন মনে মনে ভেবেছিল যে সে গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে ভাইকে হত্যা করবে। কেউ সে কথা জানতেও পারবে না। তাই সে তাকে বাড়িতে হত্যা না করে মাঠে নিয়ে গিয়ে হত্যা করল। কিন্তু কায়িন কিছুতেই তার অপরাধ লুকাতে পারল না।

কায়িনের বলি উৎসর্গ

অপরাধের ফল

ঈশ্বর কায়িনের এ মন্দ কাজটিও দেখে ফেললেন। তাই তিনি কায়িনকে বললেন, "তুমি এ কী করলে? ওই তো, এই মাটির বুক থেকে তোমার ভাইয়ের রক্ত আমাকে চিৎকার করে ডেকে চলেছে। তাই এই যে–মাটি হা করে তোমার ভাইয়ের রক্ত তোমারই হাত থেকে গ্রহণ করেছে, তুমি এখন অভিশপ্ত হয়ে এই মাটি থেকেই নির্বাসিত হলে। এবার থেকে তুমি যখন কোন জমি চাষ করবে সেই জমি আর ফসল দেবেই না। তুমি ভবঘুরের মতো পৃথিবীর এখানে ওখানে ঘুরেই বেড়াবে" (আদি ৪:১২)।

কায়িন তখন ঈশ্বরকে বলল, তাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তার বোঝা বইবার মতো ক্ষমতা তার নেই। তিনি তো তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তাকে এখন ভবঘুরের মতো এদিকে ওদিকে পালিয়েই বেড়াতে হবে। যে কেউ তাকে দেখবে সেই তাকে মেরে ফেলবে। ঈশ্বর তাকে বললেন, কেউ তাকে মারবে না। যদি কেউ তাকে মারে তার শাস্তি হবে তার চেয়েও সাতগুণ বেশি। ঈশ্বর তখন কায়িনের গায়ে একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন যাতে কেউ তাকে মেরে না ফেলে। কায়িন তখন ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নোদ নামক দেশে বাস করতে লাগল।

কায়িন ও আবেলের মনোভাব ও আচরণের পার্থক্য

একই পিতামাতা আদম ও হবার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও কায়িন ও আবেলের মনোভাব ও আচরণের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ:

কায়িনের মনোভাব ও আচরণ	আবেলের মনোভাব ও আচরণ
স্বার্থপর	পরার্থপর
ঈশ্বরের প্রতি অকৃতজ্ঞ	ঈশ্বরের প্রতি সর্বদা কৃতজ্ঞ
রাগী ও অহংকারী	বিনয়ী ও ভদ্র
হিংসাত্মক মনোভাব	সহজ–সরল
ভালো ফসল উৎসর্গ না করা	ভালো ও উত্তম মেষ উৎসর্গ করা
সব কিছুতে নিজেকে বড় মনে করা	অন্যকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া
ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিরূপ মনোভাব	ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা
কৃপণ ও অসৎ প্রকৃতির	উদার ও সৎ প্রকৃতির

হিংসা থেকে বিরত থাকা

নিম্নলিখিতভাবে আমরা হিংসা পরিহার করে চলতে পারি:

১। হিংসার কথা চিন্তা না করে বরং হিংসার বিপরীতটা অর্থাৎ ভালোবাসার কথা চিন্তা করা ও সর্বদা অন্যদের ভালোবাসা। কারণ আমরা যা চিন্তা করি তার দিকেই ঝুঁকে পড়ি।
২। যীশুর মতো করে অন্যদের ক্ষমা করা।
৩। শত্রুমিত্র সকলকেই ভালোবাসা।
৪। অন্যের জন্য সবসময় মঙ্গল করার চেষ্টা করা।
৫। ঈশ্বরের সকল দয়া ও দানের জন্য কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট থাকা।
৬। অন্যের সাফল্যে অভিনন্দন জানানো ও আনন্দ করা।
৭। নম্রতা অনুশীলন করা।

গান করি

আমাদের হৃদয় প্রেম দিয়ে তুমি গড়ো ওহে প্রেমের কবি।

১। যেথায় রয়েছে ঘৃণা দেখাব তোমার প্রেম
যেথায় রয়েছে আঘাত, দেখাব তোমার ক্ষমা।

২। যেথায় রয়েছে বিবাদ, আনিব সেথায় শান্তি,
যেথায় রয়েছে ভ্রান্তি ছড়াব সেথায় সত্য।

কী শিখলাম

ঈশ্বর সবকিছু দেখেন ও জানেন। তিনি কায়িনের গোপন অপরাধও দেখেছেন। ঈশ্বর চান আমরা যেন পরস্পরকে ভালোবাসি, সম্মান ও শ্রদ্ধা করি।

পরিকল্পিত কাজ

১। তোমার ভাইবোন ও সহপাঠীদের জন্য তুমি কী কী ভালো কাজ করতে পার তার একটা তালিকা তৈরি কর।
২। হিংসা থেকে বিরত থাকার তিনটি উপায় লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) পৃথিবীতে আদম ও হবার ---------------পরিশ্রমের দিন কাটতে লাগল।

খ) আবেলের মন ছিল ------------------- ও উদার।

গ) ঈশ্বর মানুষের --------- দেখতে চান, বস্তু নয়।

ঘ) কায়িন ঈশ্বরের কথা না শুনে নিজের --------- বশে চলতে লাগল।

ঙ) ঈশ্বর কায়িনের -------- কাজটিও দেখে ফেললেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) আবেল তার ভাইয়ের সাথে	ক) একটি চিহ্ন এঁকে দিলেন।
খ) ঈশ্বর তখন কায়িনের গায়ে	খ) মঙ্গল বয়ে আনে না।
গ) আপন ভাইকে হত্যা করার পর	গ) মাঠে গেল।
ঘ) হিংসা	ঘ) অভিনন্দন জানানো ও আনন্দ করা দরকার।
ঙ) অন্যের সাফল্যে	ঙ) কায়িনের বিবেক বার বার তাকে দংশন করছিল।
	চ) চিন্তায় রাখা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ যারা আমাদের ভালোবাসে না তাদের জন্য কী করা দরকার?

(ক) দয়া (খ) মায়া

(গ) করুণা (ঘ) ভালোবাসা

৩.২ পৃথিবীতে আদম ও হবার দিন কেমন কেটেছিল?

(ক) আনন্দের (খ) বেদনার

(গ) কঠোর পরিশ্রমের (ঘ) আরামের

৩.৩ কায়িনের পেশা কী ছিল?

(ক) জমি চাষের (খ) মেষ পালনের

(গ) শিক্ষকতার (ঘ) পশু পালনের

৩.৪ আবেল নৈবেদ্য হিসেবে কী উৎসর্গ করল?
(ক) গরু (খ) মেষশাবক
(গ) ক্ষেতের ফসল (ঘ) ফলমূল

৩.৫ ঈশ্বর কার নৈবেদ্য গ্রহণ করেছিলেন?
(ক) আদম (খ) হবার
(গ) কায়িনের (ঘ) আবেলের

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) কায়িন ও আবেল কে ছিলেন?
খ) আবেলের বলিদান কী ছিল?
গ) কায়িন ও আবেলের বলিদানের মধ্যে কার বলিদান ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল?
ঘ) কিসের জন্য কায়িন আবেলকে হত্যা করল?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) কায়িন ও আবেলের মনোভাব ও আচরণের পাঁচটি পার্থক্য লেখ।
খ) কায়িনের বলিদান ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না কেন?
গ) কায়িন তার ভাই আবেলকে কীভাবে হত্যা করল?

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবক্তা

পবিত্র বাইবেলে প্রবক্তাগণ (নবী বা ভাববাদী) অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ঈশ্বর তাঁদেরকে আহ্বান করেছেন তাঁর কথা তাঁরই আপন জাতির কাছে পৌঁছে দিতে ও তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে আমরা প্রত্যেকেই সেই প্রবক্তার ভূমিকা পালন করার আহ্বান পেয়েছি। এ কারণে আমাদের ভালোরূপে প্রবক্তা কে, প্রবক্তার বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী, প্রবক্তারা কী ভূমিকা পালন করেন এসব বিষয়ে জানা দরকার। এগুলো জেনে আমরা বর্তমান যুগের এক একজন প্রবক্তা হয়ে উঠার চেষ্টা করব।

প্রবক্তা

প্রবক্তা সম্পর্কে সর্বপ্রথমেই আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। যে ব্যক্তি
(ক) ঈশ্বরের বাণীর আলোতে অতীতের বিষয় ধ্যান করে তার যুগের ঘটনাবলির গভীর তাৎপর্য আবিষ্কার করেন (খ) ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারেন (গ) ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা জানতে পারেন এবং (গ) ঈশ্বরের নামে মানুষের কাছে এসব বিষয় নির্ভয়ে ঘোষণা করেন তিনিই প্রবক্তা।

প্রবক্তা মুখ্য বা গৌণ হতে পারেন। মুখ্য বা গৌণ প্রবক্তা বলতে কারো গুরুত্ব বেশি বা কারও গুরুত্ব কম বোঝায় না। কোন কোন প্রবক্তার গ্রন্থে যতখানি ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে অন্যগুলোতে তত পরিমাণে নেই। সেজন্য যাদের বাণী প্রচার বেশি পরিমাণে লেখা হয়েছে তাঁদেরকে বলা হয় মুখ্য প্রবক্তা। আর লেখার মধ্যে যাঁদের কম বাণী স্থান পেয়েছে, তাঁদেরকে বলা হয় গৌণ প্রবক্তা। তবে মুখ্য বা গৌণ উভয়ের বেলায় একথা সত্য যে, তাঁদের বাণী স্বয়ং ঈশ্বরেরই বাণী এবং ঈশ্বরেরই অনুপ্রেরণায় তা লিখিত হয়েছে।

প্রবক্তার বৈশিষ্ট্য

প্রবক্তা ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমেই তার যাত্রা শুরু করেন। আর এই সাক্ষাতের মাধ্যমে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং এর ফলে ঈশ্বরের উদারতা মহানুভবতা স্বীকার করতে সক্ষম হন। এভাবে নিজেকে ও ঈশ্বরকে জানার মাধ্যমে তিনি মানুষের কাছে সহজেই ঈশ্বরকে প্রকাশ করতে পারেন।

প্রবক্তা ঈশ্বর সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেন তা মানুষের কাছে সহজ ভাষায় প্রকাশ করার জন্য

কখনো কখনো উপমা আবার কখনো কখনো কবিতার ভাষা ব্যবহার করেন। এসব তাঁরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুপ্রেরণায় করতে সক্ষম হন। প্রবক্তা ঈশ্বরের বাণী ঘোষণার যে আহ্বান পান তা ঘোষণা না করে থাকতে পারেন না। কথায় ও কাজে শুরুজনগণ, যাজক এমনকি রাজার সামনেও নির্ভয়ে তাঁরা ঈশ্বরের বাণী শোনাতে বাধ্য। কারও মুখের দিকে না চেয়ে প্রয়োজনে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও ক্ষমতাশালী ও ধনীদের কাছে তাঁদের বাণী প্রচার করেন।

পরিবেশ পরিস্থিতি যতই কঠিন, জটিল ও প্রতিকূল হোক না কেন প্রবক্তা নির্ভয়ে সত্য ও বাস্তব বিষয় মানুষের কাছে ঘোষণা করবেনই। ন্যায্যতা ও ভালোবাসার জন্য তাঁকে নিঃস্বার্থে সংগ্রাম করতে হয়। কারণ ঈশ্বর হলেন ন্যায়ের ও ভালোবাসার ঈশ্বর। তাই তিনি ঈশ্বরের হয়ে অত্যাচারিত, নিপীড়িত, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান ও তাদের পক্ষ সমর্থন করেন। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করতেই থাকেন। প্রবক্তা মানুষের ইতিহাসে ঈশ্বরের উপস্থিতির কথা প্রচার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বরের শক্তিতে মানুষ জগতে কল্যাণকর কিছু অর্জন করতে পারে। তাছাড়া, প্রবক্তা মানুষের মন পরিবর্তনের অনুপ্রেরণাও দেন।

প্রবক্তা একদিকে বিভিন্ন সময় ইস্রায়েল জাতির ও বিজাতিদের মন পরিবর্তনের জন্যে তাদের যত অধর্ম ও অন্যায়-অত্যাচার তুলে ধরেন ও শাস্তি ঘোষণা করেন। অন্যদিকে তিনি আবার ঘোষণা করেন মুক্তিদাতার আগমনবার্তা। তিনি সেই মুক্তিদাতার কথা বলেন যিনি তাঁর প্রিয়জনদের মনের দুঃখ দূর করে দিবেন ও চোখের জল মুছে ফেলবেন। এভাবে তিনি নিরাশ অন্তরে এনে দেবেন ঈশ্বরের পরিত্রাণের আনন্দ এবং ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জাগিয়ে তুলবেন নতুন আশার আলো।

প্রবক্তাদের নাম

পবিত্র বাইবেলে মোট ১৬ জন প্রবক্তার নামে গ্রন্থ আছে। তাঁদের মধ্যে চারজন হলেন মুখ্য প্রবক্তা এবং বারো জন হলেন গৌণ। চারজন মুখ্য প্রবক্তার নাম হলো: ১। ইসাইয়া (যিশাইয়) ২। জেরেমিয়া (যিরেমিয়) ৩। এজেকিয়েল (যিহিস্কেল) এবং ৪। দানিয়েল। বারো জন গৌণ প্রবক্তার নাম হলো: ১। হোসেয় ২। যোয়েল ৩। আমোস ৪। যোনা ৫। ওবাদিয়া ৬। মিখা ৭। নাহুম (নহূম) ৮। হাবাকুক (হবক্কূক) ৯। সেফানিয়া (সফনিয়) ১০। হগয় ১১। জাখারিয়া (সখরিয়) ১২। মালাখি।
তাঁদের ছাড়াও ইস্রায়েলের ইতিহাসের মোশী, সামুয়েল, নাথান (নাথন), এলিয় ও এলিসেয় এবং দীক্ষাগুরু যোহনের প্রবক্তাদের সম্পর্কে আমরা জানতে পারি।

প্রবক্তা নাথান (নাথন)

বিভিন্ন প্রবক্তার মতো নাথানও একজন ঈশ্বর প্রেরিত প্রবক্তা। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশে রাজা দাউদকে তাঁর পাপ সম্পর্কে তিরস্কার করেছেন। প্রবক্তার তিরস্কারে রাজা দাউদ মন পরিবর্তন করেছিলেন। আমরা এখন সেই অংশটুকু পাঠ করব।

রাজা দাউদ ও প্রবক্তা নাথান

একদিন হলো কি, সন্ধ্যার দিকে দাউদ বিছানা ছেড়ে উঠে রাজবাড়ির ছাদে একটু বেড়াচ্ছেন, এমন সময়ে ছাদ থেকে তাঁর চোখে পড়ল, একজন নারী স্নান করছে। নারীটি

দেখতে খুবই সুন্দরী। রাজা দাউদ জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, সে উরিয়া নামে তার একজন সৈনিকের স্ত্রী, নাম বাৎসেবা । উরিয়া তখন তার সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল। রাজা এ সুযোগে লোক পাঠিয়ে বাৎসেবাকে নিজের বাড়িতে আনলেন। কিছুদিন পর স্ত্রীলোকটি গর্ভবতী হলো। তখন দাউদ তার সেনাপতি যোয়াবের কাছে একটি পত্র দিলেন। তাতে লেখা ছিল তুমি উরিয়াকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রথম সারিতে রাখ । তারপর তাকে একলা ফেলে পিছিয়ে এসো সে যেন নিহত হয়। সেনাপতি রাজার হুকুম পালন করল। বাৎসেবা যখন স্বামীর মৃত্যুর খবর পেল তখন কেঁদে ফেলল। তার শোকের সময় পার হয়ে গেলে রাজা দাউদ তাকে বিয়ে করলেন। সে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিল।

এতে ঈশ্বর দাউদের উপর অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি প্রবক্তা নাথানকে দাউদের কাছে পাঠালেন। নাথান এসে দাউদকে বললেন: "এক দেশে দুই জন লোক থাকত। তাদের একজন ছিল ধনী আর একজন গরিব। ধনী লোকটির ছিল ছোটবড় গবাদিপশুর বিরাট বিরাট পাল, কিন্তু গরিব লোকটির কিছুই ছিল না, শুধু বাচ্চা একটি ভেড়ী ছাড়া, যেটিকে সে কিনেছিল আর নিজেই পুষছিল। ভেড়ীটি তার ঘরে তার নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে থেকেই বেড়ে উঠছিল। সে ওই গরিব লোকটির খাবার থেকেই খেতে পেত, খেত তারই বাটির জল; এবং তার কোলে শুয়েই ঘুমাত। তার কাছে সে ছিল যেন মেয়েরই মতো। একদিন হলো কি, ওই ধনী লোকটির বাড়িতে এলো একজন পথিক। এই অতিথি যাত্রীর খাবার তৈরি করবার জন্যে ধনী লোকটি কিন্তু নিজের কোন ভেড়া বা গরু নিতে চাইল না। সে তখন গরিব লোকটির সেই ভেড়ীটিকে নিয়েই অতিথির খাবার তৈরি করল।"

ওই লোকটির ওপর দাউদ তখন রেগে আগুন হয়ে নাথানকে বললেন: "ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই দিব্যি দিয়ে বলছি আমি, ওই যে-লোকটা, যে অমন কাজ করেছে, মৃত্যুই তার যোগ্য শাস্তি। কোন দয়ামায়া না দেখিয়ে সে যখন অমন কাজ করেছে, তখন ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাকে ওই ভেড়ীর চারগুণ দাম দিতে হবে।" নাথান তখন দাউদকে বললেন: "কিন্তু সেই লোক তো আপনি নিজেই! তখন দাউদ নাথানকে বললেন, "সত্যিই আমি ঈশ্বরের কাছে পাপ করেছি!" উত্তরে নাথান বললেন, "বেশ, ঈশ্বর তাহলে আপনার পাপ মার্জনা করছেন তাই আপনাকে মরতে হবে না। তবে ওই কাজটা করে আপনি যখন ঈশ্বরের প্রতি নিতান্তই অবহেলা দেখিয়েছেন, তখন আপনার এই যে শিশুটি জন্মেছে, তাকে মরতেই হবে।" এরপর নাথান নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

কয়েক দিনের মধ্যে ছেলেটার ভীষণ অসুখ হলো, দাউদ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা ও

উপবাস করতে লাগলেন। সাত দিনের মধ্যে ছেলেটা মারা গেল। এই শাস্তি ভোগ করার মধ্য দিয়ে দাউদ পাপমুক্ত হলেন ও মনপরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসলেন।

প্রবক্তার ভূমিকা পালন

বর্তমান যুগেও আমরা নিম্নলিখিতভাবে প্রবক্তার ভূমিকা পালন করতে পারি:

১। যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় সেখানে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী সকলের কাছে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের মাধ্যমে;
২। সর্বদা সত্য কথা বলে ও সত্য পথে চলে;
৩। খ্রিষ্টবিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করে খ্রিস্টের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে;
৪। অনৈতিক অবস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করে;
৫। বাস্তবতার আলোকে নিজের মতামত প্রকাশ করার মাধ্যমে।

কী শিখলাম

অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ঈশ্বরের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে ন্যায্যতা স্থাপনকারীকে প্রবক্তা বলা হয়। প্রবক্তা নাথান রাজা দাউদকে ঈশ্বরের বাণী জানাতে দ্বিধা করেন নাই।

পরিকল্পিত কাজ

১। প্রবক্তা নাথান রাজা দাউদকে কীভাবে ঈশ্বরের বাণী শুনিয়েছেন তা ক্লাসে অভিনয় কর।
২। প্রবক্তার ভূমিকা সম্পর্কে দলে আলোচনা কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) পবিত্র বাইবেলে -------- জন প্রবক্তার নামে গ্রন্থ আছে।
খ) ঈশ্বর হলেন ন্যায়ের ও -------- ঈশ্বর।
গ) প্রবক্তা মানুষের ইতিহাসে ঈশ্বরের -------- কথা প্রচার করেন।
ঘ) প্রবক্তা ঈশ্বরের সঙ্গে ------ মাধ্যমেই তাঁর যাত্রা শুরু করেন।
ঙ) ঈশ্বর প্রবক্তা --------- দাউদের কাছে পাঠালেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) বাইবেলে চারজন মুখ্য প্রবক্তা এবং	ক) মন পরিবর্তন করেছিলেন।
খ) বিভিন্ন প্রবক্তার মতো নাথানও একজন	খ) সেই লোক তো আপনি নিজেই।
গ) প্রবক্তার তিরস্কারে রাজা দাউদ	গ) বারোজন হলেন গৌণ প্রবক্তা।
ঘ) নাথান তখন দাউদকে বললেন	ঘ) তা মানুষের কাছে সহজ ভাষায় প্রকাশ করেন।
ঙ) প্রবক্তা ঈশ্বর সম্বন্ধে যা উপলব্ধি করেন	ঙ) অনুপ্রেরণায় করতে সক্ষম হন।
	চ) ঈশ্বর প্রেরিত প্রবক্তা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ প্রবক্তা ঈশ্বর সম্পর্কে যা উপলব্ধি করে তা কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করেন?

(ক) গল্পের (খ) উপমার (গ) ছড়ার (ঘ) কৌতুকের

৩.২ প্রবক্তা সাধারণতঃ কার বাণী ঘোষণার আহ্বান পান?

(ক) ঈশ্বরের (খ) মানুষের (গ) ধার্মিকের (ঘ) স্বর্গদূতদের

৩.৩ কে মানুষের মন পরিবর্তনের অনুপ্রেরণাও দেন।

(ক) রাজা (খ) প্রজা (গ) প্রবক্তা (ঘ) সেনাপতি

৩.৪ উরিয়ের স্ত্রীর নাম কী ছিল?

(ক) বাৎসেবা (খ) রুথ (গ) সারা (ঘ) সেফানিয়া

৩.৫ ঈশ্বর দাউদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে কোন প্রবক্তাকে পাঠিয়েছিলেন?

(ক) যিরমিয় (খ) যিশাইয় (গ) সামুয়েল (ঘ) নাথান

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। সেনাপতি কার হুকুম পালন করেছিলেন?

খ। ঈশ্বর কার উপর অসন্তুষ্ট হলেন?

গ। প্রবক্তা নাথান কিসের মাধ্যমে রাজা দাউদকে সতর্ক করেছিলেন?

ঘ। রাজা দাউদ তার অন্যায়ের জন্য কী শাস্তি পেয়েছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। বারোজন গৌণ প্রবক্তার নাম লেখ?

খ। প্রবক্তা নাথান কীভাবে রাজা দাউদকে সতর্ক করেছিলেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

দশ আজ্ঞার অর্থ

ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা হলো ভালোবাসার বিধান। দশটি আজ্ঞাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম তিনটি (প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর চারটি) আজ্ঞা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সম্পর্কিত। পরের সাতটি (প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর ছয়টি) মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা সম্পর্কিত। এবার আমরা এই আজ্ঞাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

সিনাই পর্বতে ঈশ্বর মোশীকে দশ আজ্ঞা দিচ্ছেন

পিতামাতাকে সম্মান করবে

পিতামাতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের জীবন দিয়েছেন এবং এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তবে বাবা ও মা দুইজনে কঠোর পরিশ্রম করে আমাদের লালনপালন ও রক্ষা করেছেন। আদরযত্ন, স্নেহ এবং দরকারি সবকিছু দিয়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। তাই আমাদের জীবনে পিতামাতার স্থান ও তাঁদেরকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁদের কথা মেনে চলা, তাঁদের সেবাযত্ন ও সম্মান করা আমাদের একান্ত

কর্তব্য। শুধুমাত্র ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা নয় বরং পিতামাতাকে সম্মান করা আমাদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব। আমাদের সন্তানসুলভ কর্তব্যগুলো হলো:

১। পিতামাতাকে ভালোবাসা।

২। পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা।

৩। পিতামাতার বাধ্য থাকা।

৪। তাঁদের বৃদ্ধবয়সে, অসুস্থতায়, একাকীত্ব ও দুঃসময়ে নৈতিক ও বৈষয়িক সহায়তা দান।

নরহত্যা করবে না

ঈশ্বর মানুষের জীবনদাতা। এই জীবনের মালিকও তিনি। এই জীবন নাশ করার অধিকার কোন মানুষের নেই। পঞ্চম আজ্ঞায় ঈশ্বর বলেছেন: "তুমি নরহত্যা করবে না; আর যে নরহত্যা করে সে বিচারাধীন হবে।" এই আজ্ঞাটির মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে মানুষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। আমরা এই আজ্ঞা পালনের মধ্য দিয়ে অন্য সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে নিজের জীবনকেই রক্ষা করি; অন্য সকলের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে নিজের জীবনকেই শ্রদ্ধা দেখাই।

যীশু বলেছেন, শুধু যে নরহত্যা করা পাপ, তাই নয়, বরং অন্যের সাথে রাগও করতে পারবে না। কারণ রাগ দ্বারা আমরা মানুষের সাথে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট করি। এই কারণে সাধু আগস্টিনের কথানুসারে এই আজ্ঞাটির দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হলো নিষেধাজ্ঞা, যার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে নরহত্যা করবে না। দ্বিতীয় দিকটি হলো আদেশমূলক। এর মধ্য দিয়ে মানুষের সাথে ভালোবাসা, শান্তি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করতে আদেশ করা হয়েছে।

ব্যভিচার করবে না

ব্যভিচার করার অর্থ হলো পুরুষ বা নারী হিসেবে কারও দিকে কামনার দৃষ্টি নিয়ে তাকানো। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের ক্ষমতা দিয়েছেন। আমরা যেন তাঁর সুন্দর ব্যবহার করি। আমরা যেন নারীকে নারী ও পুরুষকে পুরুষের সম্মান দিয়ে তাদের গ্রহণ করি। এই আজ্ঞার দ্বারা যে কোন ধরনের অশুচি চিন্তা ও অশালীন আচরণ, যার মাধ্যমে দেহ ও মন কলুষিত হয় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সাধু গ্রেগরীর ভাষায়, অনেক মানুষ সম্মান থাকতে সম্মানের মর্যাদা দিতে জানে না, কিন্তু ব্যভিচার দ্বারা পশুর পর্যায়ে চলে যাবার পর তা বুঝতে পারে। সেজন্যে আমাদেরকে মন্দ বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন: অলসতা, খাওয়াদাওয়ায় অমিতাচারিতা, ইন্দ্রিয়সেবা,

অশালীন পোশাক-পরিচ্ছদ, অসংযত কথাবার্তা, মন্দ ছবি দেখা, বাজে বিষয় পড়া, কুচিন্তা করা ও খারাপ আচরণের মধ্য দিয়েও আমরা ব্যভিচার করতে পারি। তাই এগুলো পরিহার করে আমাদের দৃষ্টি, চিন্তা-ভাবনা, কথা ও আচরণ পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করতে হবে। ঘন ঘন পাপস্বীকার ও খ্রিষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করা, প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস বজায় রাখা, ভিক্ষাদান করা ইত্যাদি আমাদেরকে পবিত্র পথে থাকতে অনেক সহায়তা করে। পবিত্রতা ঈশ্বরের একটি দান। যারা এর অন্বেষণ করে তারা তা পায়।

চুরি করবে না

প্রতিবেশীর জিনিস বা সম্পদ না বলে নেওয়া বা নিজের বলে দাবী করা বা জোর করে নিয়ে যাওয়া হলো চুরি। শুধু তা-ই নয়, পরীক্ষায় নকল করে, অন্যের সুনাম নষ্ট করে, চুরি কাজে অন্যকে সাহায্য করে, জিনিস বিক্রির সময় ক্রেতাকে ঠকিয়ে, দাম না দিয়ে কারও দোকানের জিনিস নিয়ে গিয়ে, হারানো জিনিস পেলে ফিরিয়ে না দিয়ে, গাড়িতে চড়ে ভাড়া না দিয়ে চলে যাওয়া, অপচয় ও অন্যের সম্পদ নষ্ট করে, অন্যের ন্যায্য পাওনা মজুরি মিটিয়ে না দিয়ে, অন্যের মর্যাদা নষ্ট করেও চুরির সমান পাপ করতে পারি। তাই ব্যক্তি মালিকানা ও অন্যের সম্পদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। চুরি করা জিনিস ফেরত দিতে পারলে মানুষ মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।

মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না

ঈশ্বর এই আজ্ঞার দ্বারা আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কারও বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়ে তার সুনাম নষ্ট করা, স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে সেই কুৎসাপূর্ণ কথায় কান দেওয়া, তা শুনে অন্যের কাছে গিয়ে পরচর্চা করা, কারও চাটুকারিতা করা এবং প্রতারণা করার মাধ্যমেও আমরা মিথ্যাবাদী হতে পারি। কারণ মিথ্যার দ্বারা আমরা শয়তানের সামিল হই, নিজের সত্যবাদিতার সুনাম নিজেই নষ্ট করি। শয়তানও এদেন বাগানে হবার কাছে মিথ্যা বলেছিল। মিথ্যার দ্বারা আমরা সমাজকে নষ্ট করি কারণ তাতে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। কথায় ও কাজে সৎ আচরণই হলো সততা বা সরলতা। সত্য জীবন যাপন করার অর্থ হলো ঈশ্বরের সাথে যুক্ত থাকা। কথা ও কাজের মিল রেখে প্রতিবেশীর সাথে জীবন যাপন করা।

পরস্ত্রীতে লোভ করবে না

ব্যভিচার কোরো না, এই আজ্ঞাটির ব্যাখ্যায় আমরা জেনেছি যে, বিবাহিত জীবনের মধ্য দিয়ে একজন পুরুষ ও নারী স্বামী-স্ত্রীর মর্যাদা লাভ করে। তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বামী বা স্ত্রীর উপর অধিকার থাকে। এই অধিকার অন্য কেউ নিতে পারে না। তাই

কোন জীবিত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রীকে কাম-লালসার দৃষ্টি নিয়ে তাকানোর মধ্য দিয়ে মানুষ পাপ করে থাকে। এধরনের আচরণে একটি পরিবার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাদের বিবাহের পবিত্র সম্পর্ক নষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ রাজা দাউদ উরিয়ের স্ত্রীর প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে পাপ করেছিলেন। এরপর তাকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে আরও পাপ করেছিলেন। এই কারণে ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন।

পরের দ্রব্যে লোভ করবে না

এই আজ্ঞার মাধ্যমে অন্যের জিনিসের প্রতি লোভ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যে জিনিস আমার নেই বা আমার নয় তা পাবার জন্য আমাদের যে তীব্র বাসনা বা আকর্ষণ তাই হলো লোভ। লোভের কারণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠে। এই লোভের কারণে অনেক সময় আমরা নানা ধরনের অন্যায় কাজ করে থাকি। যেমন: কারও টাকা-পয়সা, খেলনা, বই-খাতা, কলম, মোবাইল ফোন বা কাপড় চোপড় এগুলো দেখে আমরা লোভ করব না। পরের দ্রব্যে লোভের কারণে লোভী মানুষ সম্পদ আহরণ করতে করতে অনেক ধনী হয়ে যায় এবং অনেক মানুষ গরিব হয়ে যায়। এভাবে পৃথিবীতে ধনীগরিবের বৈষম্য বাড়ে। লোভের কারণে মানুষ নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক হয়ে যায়, সে তখন খুন করতেও দ্বিধা করে না। তাই বিজ্ঞ ব্যক্তিরা নিজের আশা আকাঙ্খার একটা সীমা বেঁধে দেন এর বেশি তারা নিবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেন। আমরাও পরের দ্রব্যে আমাদের লোভ-লালসা কমাবার জন্য একটা সীমা বেঁধে নিতে পারি।

দশ আজ্ঞা পালন করার সুফল

পূর্বেই আমরা জেনেছি দশ আজ্ঞা হলো ভালোবাসার বিধান। এই আজ্ঞাগুলো মেনে চললে আমরা সুখী ও পবিত্র জীবন যাপন করতে পারব। ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর সাথে আমাদের সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। মানুষ সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। আমরা স্বর্গের আনন্দ লাভ করতে পারব। এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে ঐশরাজ্য। কিন্তু আজ্ঞাগুলো মেনে না চললে আমাদের জীবন হবে পাপময়। আমাদের জীবন হবে অসুখী ও অশান্তিপূর্ণ। তখন আমাদের জন্য পৃথিবীটা নরকে পরিণত হবে। আজ্ঞাগুলো মেনে চলা আমাদের তাই একান্ত কর্তব্য।

কী শিখলাম

পিতামাতাকে সম্মান করা, নরহত্যা না করা, ব্যভিচার না করা, চুরি না করা, মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া, পরস্ত্রী বা পরপুরুষে লোভ না করা ও পরের দ্রব্যে লোভ না করার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

পরিকল্পিত কাজ

দশ আজ্ঞা পালনের ৫টি সুফল ও পালন না করার ৫টি কুফল লেখ ও ছোট দলে সহভাগিতা কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) দশ আজ্ঞার প্রথম তিনটি আজ্ঞা হলো ....প্রতি মানুষের ভালোবাসা সম্পর্কে।

খ) পিতামাতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের............ দিয়েছেন।

গ) পিতামাতাকে সম্মান করা আমাদের....... ও মানবিক দায়িত্ব।

ঘ) নরহত্যা করবে না এই আজ্ঞাটির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের প্রতি ..... দেখানো হয়েছে।

ঙ) পরীক্ষায় নকল করা .... সমান পাপ।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) আমাদের জীবনে পিতামাতার স্থান	ক) আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
খ) আমরা সকলের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে	খ) নিষ্ঠুর ও ধ্বংসাত্মক হয়।
গ) ঈশ্বর আমাদের মধ্যে	গ) ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা ও মিলনের ক্ষমতা দিয়েছেন।
ঘ) ব্যক্তি মালিকানা ও অন্যের সম্পদের প্রতি	ঘ) শক্তি দিয়ে থাকেন।
ঙ) লোভের কারণে মানুষ	ঙ) অতি গুরুত্বপূর্ণ।
	চ) নিজের জীবনকেই শ্রদ্ধা দেখাই।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ নিচের কোনটি পিতামাতার প্রতি সন্তান সুলভ কর্তব্য ?

(ক) তাদের সম্পত্তি রক্ষা করা (খ) সব সময় তাদের সঙ্গে থাকা

(গ) তাদের বাধ্য থাকা (ঘ) তাদের বৃদ্ধাশ্রমে রাখা।

৩.২ বিবাহিত জীবনের পবিত্রতা নষ্ট হয়

(ক) আলাদাভাবে জীবনযাপন করলে (খ) অন্যের স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি লোভ করলে

(গ) মিথ্যা কথা বললে (ঘ) পরস্পরকে আঘাত করলে।

৩.৩ আমরা কীভাবে পবিত্র হতে পারি ?

(ক) নিয়মিত প্রার্থনা করলে (খ) ভালো সম্পর্ক গড়ে তুললে

(গ) ভালো ভালো উপদেশ শুনলে (ঘ) অন্যকে ভালো পরামর্শ দিলে ।

৩.৪ অতিরিক্ত ধন সম্পদের লোভ থাকলে কী হয় ?

(ক) পরিবেশ নষ্ট হয় (খ) আমরা অন্যায় কাজ করি

(গ) মানুষের সাথে দূরত্ব বাড়ে (ঘ) ঈশ্বরের সাথে দূরত্ব বাড়ে।

৩.৫ দশ আজ্ঞা মেনে চলার সুফল হলো–

(ক) ঈশ্বর ও প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক (খ) সমাজ ও পরিবারে শান্তি

(গ) মণ্ডলীর অগ্রগতি ও উন্নতি (ঘ) ব্যক্তিজীবনের উন্নতি।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। নরহত্যা সম্পর্কে ঈশ্বর কী বলেছেন?

খ। চুরি বলতে কী বুঝ ?

গ। আমরা কীভাবে মিথ্যাবাদী হই?

ঘ। সততা বলতে কী বুঝ?

ঙ। দশ আজ্ঞা না মেনে চললে আমাদের জীবন কেমন হয়?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) পিতামাতাকে সম্মান করবে –এই আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর ও সন্তানসুলভ দায়িত্বগুলো লেখ?

খ) মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না ––আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর ।

গ) পরের দ্রব্যে লোভ করবে না – আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ) দশ আজ্ঞা পালন করার সুফলগুলো লেখ ।

সপ্তম অধ্যায়

পরিত্রাণ

সব মানুষ মুক্তি চায়। ইস্রায়েল জাতি মিশর দেশের দাসত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছিল আর তারা তা পেয়েছিল। পাপের দাসত্ব থেকে ঈশ্বর মানুষকে মুক্ত করবেন, একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠিয়ে দেবেন, এই প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর দিয়েছিলেন। সেজন্যে মানুষ দীর্ঘদিন একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় দিন গুনছিল। অবশেষে প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতা আসলেন, কিন্তু সব মানুষ তাঁকে চিনল না, তাঁকে গ্রহণও করল না। আমরা সেই মুক্তিদাতার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু মুক্তি বা পরিত্রাণের অর্থ, এর ফল ও তাৎপর্য আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হওয়া দরকার।

পবিত্রাণ বা মুক্তির অর্থ

মুক্তি বা পরিত্রাণ কথাটির সাধারণ অর্থ হলো কোন বিপদ বা দুরবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়া বা উদ্ধার লাভ করা। এর অর্থ কোন ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা থেকে নিরাপদ অবস্থায় আশ্রয় নেওয়া। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে পরিত্রাণ বা মুক্তি বলতে আমরা বুঝে থাকি পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়া ও স্বর্গে যাওয়ার সুযোগ লাভ করা।

ক্রুশেই পরিত্রাণ

আমাদের আদি পিতামাতার পাপের ফলে গোটা মানবজাতির স্বর্গে প্রবেশের দ্বার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি একজন মুক্তিদাতাকে পাঠিয়ে দেবেন। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখতে পাই মোশী ইস্রায়েল জাতিকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। নতুন নিয়মে আমরা দেখি, মানুষের অপেক্ষার দিন শেষ হয়েছে যখন আকাঙ্ক্ষিত

মুক্তিদাতা যীশু খ্রিস্ট পৃথিবীতে আসলেন। তিনি এসে তাঁর নিজের জীবনকে মুক্তিমূল্য (মুক্তিপণ) দিয়ে আমাদের জন্য পরিত্রাণ বা মুক্তি এনেছেন। পাপের কারাগার থেকে তিনি আমাদের ফিরিয়ে এনেছেন।

পরিত্রাণের (মুক্তির) ফল

এবার আমরা দেখবো মুক্তির ফল কী। বিশ্বাসের জীবনে প্রত্যেক মানুষ মুক্তি পেতে চায়। আদম হবার পাপের ফলে মানুষ যে-পাপে কলুষিত হয়েছে, মানুষ সেই কলুষতা থেকে মুক্তি পেতে চায়; ঐশ কৃপায় পরিপূর্ণ হতে চায়। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ার সময়কে বলা হয় মুক্তির ইতিহাস। আমরা ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে মুক্তির পথে অগ্রসর হই। যীশুকে মুক্তিদাতারূপে গ্রহণ করলে আমাদের জীবন ও হৃদয়ের পরিবর্তন হতে শুরু করে। এই পরিবর্তন পৃথিবী, আমাদের জীবন এবং স্বর্গেও লক্ষ করা যায়।

মুক্তিলাভের ফলে আমাদের জীবনে যে ফল আমরা লাভ করি নিচে তা তুলে ধরা হলো:

১। আমরা মুক্তিলাভ করলে স্বর্গে অনেক আনন্দ হয়। "যাদের মন ফেরানোর প্রয়োজন নেই, এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ হয়, তার চেয়েও ঢের বেশি আনন্দ হয় যখন একজন পাপী মন ফেরায়" (লুক ১৫:৭);
২। পুত্রকে বিশ্বাস করে আমরা শাশ্বত জীবন লাভ করি;
৩। খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের জীবনে নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা লাভ করি;
৪। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করি এবং সাহসী হয়ে উঠি;
৫। পাপের ক্ষমা লাভ করি এবং ঐশকৃপায় পূর্ণ হই;
৬। মুক্তি লাভের মাধ্যমে আমরা পবিত্র হই ও স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হই;
৭। পুনরুত্থিত ও গৌরবান্বিত হওয়ার আশা পাই;
৮। আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে গণ্য হই। তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় ও গভীর হয়;
৯। যীশু খ্রিস্টকে আমরা মুক্তিদাতা প্রভু হিসাবে পূর্ণভাবে গ্রহণ করি;
১০। মুক্ত মানুষ হিসাবে আমরা অন্তরে শান্তি ও আনন্দ লাভ করি।

তবে সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের থাকতে হবে গভীর বিশ্বাস, আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা। মুক্তিলাভ একটি চলমান প্রক্রিয়া। তাই মুক্তির পথে চলার জন্য সব সময় আমাদের সচেতন থাকতে হবে। পবিত্র আত্মার প্রেরণা অনুসারে পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে।

মুক্তিদাতার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী

মানবজাতি দীর্ঘদিন যাবৎ অপেক্ষা করছিল একজন মুক্তিদাতার আগমনের জন্য। এ বিষয়ে পুরাতন নিয়মে প্রবক্তাগণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রবক্তা ইসাইয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে: "অন্ধকারে পথ চলছিল যারা, সেই জাতির মানুষেরা দেখেছে এক মহান আলোক; ছায়াচ্ছন্ন দেশে যারা বাস করছিল, তাদের ওপর ফুটে উঠেছে একটি আলো। . . . কেননা যে জোয়ালের ভার তাদের ওপর চেপে বসেছিল, যে জোয়াল তাদের কাঁধের ওপর দুর্বহ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের নির্যাতকের সেই যে বেতখানি, সবই তুমি ভেঙে ফেলেছ, যেমনটি ভেঙে ছিলে মিদিয়ানে সেই পরাজয়ের দিনে। . . . কেননা আমাদের জন্যে একটি শিশু যে জন্ম নিয়েছেন, একটি পুত্রকে আমাদের হাতে যে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাঁধের ওপর রাখা হয়েছে সব-কিছুর আধিপত্য ভার। তাঁকে ডাকা হবে অনন্য পরিকল্পক, পরাক্রমী ঈশ্বর, শাশ্বত পিতা, শান্তিরাজ, এমনি নামে" (ইসা ৯: ১, ৩, ৫)।

নতুন নিয়মে আমরা দীক্ষাগুরু যোহনের মুখে শুনতে পাই: "আমি তো জলেই অবগাহন করিয়ে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করি: তা করি যাতে তোমাদের মনের পরিবর্তন হয়। তবে যিনি আমার পরে আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী; তাঁর জুতো জোড়া বইবার যোগ্যতাও আমার নেই। তিনি কিন্তু পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতেই অবগাহন করিয়ে তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন" (মথি: ৩:১১)

পরিত্রাণের তাৎপর্য

আমাদের পরিত্রাণের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো এই যে ঈশ্বর আমাদের নি:শর্তভাবে ভালোবাসেন। এদেন বাগানে আদম ও হবার পাপের পর মানুষকে তিনি চরম শাস্তি দিতে পারতেন। স্বর্গের দরজা চিরকালের মতো বন্ধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি বরং তিনি মানুষকে মুক্ত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। যথাসময়ে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে পাঠিয়ে মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করলেন। তাঁর একমাত্র পুত্র অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করলেন, ক্রুশে মৃত্যুবরণ করলেন এবং মৃত্যুকে জয় করে মানুষকে পাপ ও শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করলেন। পুত্রের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে পিতা বলে ডাকার অধিকার দিলেন। এতে আমরা ঈশ্বরের মহান ভালোবাসার পরিচয় পেলাম।

কী শিখলাম

আমাদের আদি পিতামাতার পাপের ফলে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে আমাদেরকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন। মুক্তিদাতার আগমনের জন্য প্রবক্তাদের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। এখন আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি। শয়তানের কবল থেকে মুক্ত হয়েছি।

পরিকল্পিত কাজ

বাস্তব জীবনে মুক্তি বা পরিত্রাণের অনুভূতি ছোট দলে সহভাগিতা কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) ত্রাণকর্তা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন .... ।
খ) খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জীবনে পরিত্রাণ অর্থ ..... থেকে মুক্ত হওয়া ।
গ) আমাদের প্রতিশ্রুত মুক্তিদাতার নাম .... ।
ঘ) ইস্রায়েল জাতি .... দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করেছিল।
ঙ) যীশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর নিজেকে .... বলে ডাকার অধিকার দিয়েছেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। পুত্রকে বিশ্বাস করে আমরা	ক। চলমান প্রক্রিয়া।
খ। পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করে	খ। স্বর্গে যাই ।
গ। "অন্ধকারে পথ চলছিল যারা,	গ। মুক্তির ইতিহাস।
ঘ। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক গড়ার সময়কে বলা হয়	ঘ। শাশ্বত জীবন লাভ করি ।
ঙ। মুক্তি লাভ একটি	ঙ। আমরা সাহসী হয়ে উঠি।
	চ। সেই জাতির মানুষেরা দেখেছে এক মহান আলোক।"

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ মুক্তিদাতার আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন কোন প্রবক্তা

(ক) ইসাইয়া (খ) মিখা (গ) হগয় (ঘ) যোনা।

৩.২ বিশ্বাসের জীবনে প্রত্যেক মানুষ কী পেতে চায়?

(ক) জীবনের নিশ্চয়তা (খ) সুখী জীবন (গ) মুক্তি (ঘ) ভালোবাসা

৩.৩ মুক্ত মানুষ হিসেবে আমরা অন্তরে কী লাভ করি?

(ক) প্রেম ও দয়া (খ) সাহস ও শক্তি (গ) বিশ্বাস ও আশা (ঘ) শান্তি ও আনন্দ।

৩.৪ "পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতেই অবগাহন করিয়ে তিনি তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন?" এই উক্তি কার সম্পর্কে করা হয়েছে?

(ক) দীক্ষাগুরু যোহন (খ) প্রবক্তা ইসাইয়া (গ) মুক্তিদাতা যীশু (ঘ) পবিত্র আত্মা

৩.৫ মুক্তি লাভের জন্য প্রয়োজন?

(ক) গভীর বিশ্বাস, ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা (খ) ক্ষমা লাভ ও ক্ষমা করা

(গ) পবিত্র আত্মার প্রেরণা (ঘ) বিশ্বাস ও প্রেম।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক। যীশু আমাদের কার কবল থেকে রক্ষা করেছেন?

খ। আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য যীশু কী মুক্তিপণ দিয়েছেন?

গ। কাদের পাপের ফলে স্বর্গের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল?

ঘ। মুক্তিলাভের জন্য আমাদের কী থাকতে হবে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) মুক্তিলাভের ফলে আমাদের জীবনে কী হয় লেখ ।

খ) দীক্ষাগুরু যোহন যীশু সম্পর্কে কী বলেছিলেন?

গ) পরিত্রাণের তাৎপর্য লেখ।

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিদাতা যীশু

দীর্ঘদিন মানবজাতি একজন মুক্তিদাতার অপেক্ষায় ছিল। কারণ ঈশ্বর প্রবক্তাদের মাধ্যমে বলেছিলেন, তিনি মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য একজন মুক্তিদাতাকে পাঠাবেন। যথাসময়ে মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্টের জন্ম হলো। অতি দীন বেশে গোয়াল ঘরে তাঁর জন্ম হলো। মানুষকে উদ্ধার করার জন্য তিনি সীমাহীন যন্ত্রণাভোগ করে ক্রুশের উপর মৃত্যুবরণ করলেন। কিন্তু মৃত্যুই তাঁর শেষ নয়, মৃত্যুর তিন দিন পর তিনি পুনরুত্থিত হলেন। মৃত্যুকে জয় করে তিনি মানুষকে পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছেন।

যীশুর মর্মবেদনা

যীশুর নতুন ধরনের কথা শুনে, তাঁর জীবন ও আশ্চর্য কাজগুলো দেখে অগণিত মানুষ দিন দিন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগল। তা দেখে ইহুদি ধর্মনেতা ও ফরিসিরা তাঁর উপর খুব ক্ষেপে উঠেছিল। যীশুকে মেরে ফেলার জন্যে তারা নানারকম ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তারা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় রইল। শেষ পর্যন্ত যীশুর একজন অন্যতম শিষ্য, যুদাস (যিহুদা), ত্রিশটি রুপার টাকার বিনিময়ে যীশুকে শত্রুদের হাতে তুলে দিল। যীশু কিন্তু সবকিছু জানতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটি ভোজের আয়োজন করেছিলেন। ভোজের শেষে তিনি শিষ্যদের নিয়ে গেৎসিমানি বাগানে গেলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি শিষ্যদের বললেন "তোমরা এখানে বস, আমি ততক্ষণ প্রার্থনা করে আসি।" সঙ্গে তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে নিয়ে গেলেন। এই সময় তিনি আশঙ্কায় উদ্বেগে কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁদের বললেন, "দুঃখে আমি যেন মরতে বসেছি। তোমরা এখানে বরং অপেক্ষা কর আর জেগেই থাক!" তিনি তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন,"আব্বা! পিতা, তোমার পক্ষে তো সবই সম্ভব। এখন এই পানপাত্রটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও! তবুও আমি যা চাই, তা নয়–তুমিই যা চাও, তাই হোক!"

তারপর ফিরে এসে তিনি দেখলেন, শিষ্যেরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। পিতরকে তিনি বললেন: "সিমোন, তুমি কি ঘুমোচ্ছ? একঘণ্টাও কি আমার সঙ্গে জেগে থাকতে পারলে না! তোমরা জেগে থাকো আর প্রার্থনা কর, যাতে প্রলোভনে না পড়। মনে উৎসাহ আছে বটে, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ যে বড় দুর্বল!" তারপর আবার সেখান থেকে গিয়ে তিনি সেই একই কথা বলে প্রার্থনা করলেন। তারপর আবার ফিরে এসে দেখলেন, শিষ্যেরা

আবারও ঘুমিয়ে পড়েছেন: তাঁদের চোখের পাতা যে ভারী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা তাঁকে যে কী উত্তর দেবেন, তা ভেবেই পেলেন না। তৃতীয়বার যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন তাঁদের বললেন: "সে কি, তোমরা এখনও ঘুমোচ্ছ! এখনও বিশ্রাম করছো! না, যথেষ্ট হয়েছে। সময় এসে গেছে। দেখ, এবার মানবপুত্রকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারপর পূর্ব পরিকল্পনামত যুদাস এসে যীশুকে চুম্বন করল এবং শত্রুরা যীশুকে গ্রেপ্তার করল। মহাসভায় যীশুর বিচার হলো। শেষ পর্যন্ত তাঁর শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। যীশু নীরবে সব অত্যাচার ও নির্যাতন সহ্য করলেন (মার্ক: ১৪: ৩২–৪২)।

প্রভু যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু

পিলাতের বিচারে সিদ্ধান্ত হলো যে যীশুর শাস্তি ক্রুশীয় মৃত্যুদণ্ড। তখন শত্রুরা যীশুর কাঁধে একটি অতি ভারি ক্রুশ চাপিয়ে দিল। যীশুর মাথায় পরিয়ে দিল একটি কাঁটার মুকুট। নানাভাবে তারা তাঁকে নির্যাতন করতে লাগল। কাঁটার মুকুট পরানো মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগল, মুখে থুথু দিল, অকথ্য ভাষায় তাঁকে গালিগালাজ করল, চড়থাপ্পড় মারতে লাগল, 'ইহুদিদের রাজা' বলে অপমান ও উপহাস করতে লাগল। যীশু নীরব থাকলেন। এভাবে মারতে মারতে তারা যীশুকে নিয়ে চলল কালভেরী পর্বতের দিকে। কষ্টে জর্জরিত হয়ে পথে যীশু তিনবার পড়ে গেলেন। শত্রুরা টেনে হিঁচড়ে তাঁকে তুলল ও ক্রুশ বহন করতে বাধ্য করল। তাঁর গা থেকে অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগল। নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে যীশু শেষ পর্যন্ত কালভেরী পর্বতে উপস্থিত হলেন। সেখানে পৌঁছে দুইজন চোরের মাঝখানে রেখে শত্রুরা যীশুকে ক্রুশ বিদ্ধ করল। ক্রুশের উপর তিনি তিন ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করলেন। তারপর তিনি ক্রুশের উপর প্রাণত্যাগ করলেন।

নির্দোষ যীশুর এমন করুণ মৃত্যু কেন হলো? ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করতেই যীশু মানুষ হয়ে এসেছিলেন। মানুষকে পাপ ও শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যীশু ক্রুশীয় মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন। ক্রুশে মৃত্যু বরণের পর ক্রুশ থেকে নামিয়ে যীশুকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। আরিমাথিয়ার যোসেফ নামে একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তিনি যীশুকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে ক্ষোম বস্ত্রে তাঁকে জড়ালেন। তারপর পাহাড়ের গায়ে কেটে নেওয়া একটি সমাধিগুহায় তাঁকে সমাহিত করলেন। একখানা পাথর গড়িয়ে সমাধির মুখটি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

প্রভু যীশুর পুনরুত্থান

মাগদালার (মন্দালিনী) মারীয়া, যাকোবের মা মারীয়া আর সালোমে জানতেন যীশুকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছিল। যীশুর গায়ে সুগন্ধি লেপনের জন্য রবিবার দিন সকালে সূর্য

উঠার আগেই তাঁরা যীশুর সমাধিস্থানে এলেন। তাঁরা বলাবলি করছিলেন কীভাবে তাঁরা সমাধিগুহার এত বড় পাথরখানি সরাবেন। কিন্তু সমাধির দিকে তাকাতেই তাঁরা লক্ষ করলেন পাথরখানি সরানো রয়েছে।

সমাধির ভিতরে ঢুকে তাঁরা দেখতে পেলেন দীর্ঘ শুভ্র পোশাক পরা একজন যুবক ডান দিকে বসে আছেন। তাঁরা ভয়ে চমকে উঠলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, "ভয় পেয়ো না; তোমরা তো নাজরেথের যীশুকেই খুঁজছ, যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কিন্তু পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি এখানে নেই। এই দেখ তাঁকে এইখানেই রাখা হয়েছিল। এখন যাও, তাঁর শিষ্যদের আর বিশেষ করে পিতরকে গিয়ে এই কথা জানাও: 'তিনি তোমাদের আগেই গালিলেয়ায় যাচ্ছেন। তোমরা সেখানেই তাঁর দেখা পাবে, তিনি তোমাদের যেমনটি বলেছিলেন।"

তখন তাঁরা দৌড়ে গেলেন শিষ্যদের কাছে। তাঁরা তাঁদেরকে বললেন: 'ওরা প্রভুকে কবর থেকে তুলে নিয়ে গেছে, আর আমরা জানি না, কোথায় তাঁকে রেখেছে।' তখন পিতর ও যোহন দৌড়ে কবরের কাছে এলেন। তাঁরাও যীশুর সমাধিটি দেখলেন। কিন্তু যীশুকে সেখানে দেখলেন না। তখন তাঁদের মনে হলো যে, যীশু তাঁদেরকে আগেই বলেছিলেন

তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করবেন।

রবিবার দিন সকালের দিকে পুনরুত্থান করার পর যীশু প্রথমে দেখা দিলেন মাগদালার মারী-য়ার কাছে। মারীয়া তখন এই খবর শিষ্যদের জানালেন। পরে যীশু অন্যান্য শিষ্যদেরও কয়েকবার দেখা দিলেন। একবার তিনি এম্মাউস যাওয়ার পথে দুইজন শিষ্যের কাছে দেখা দিলেন। আর একবার শিষ্যেরা বন্ধ ঘরে একসঙ্গে ছিলেন। সেখানে সবার মাঝখানে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমাদের শান্তি হোক। এই কথা বলে তিনি তাদের ওপর ফুঁ দিলেন আর বললেন, তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। তোমরা যার পাপ ক্ষমা করবে, তার পাপ ক্ষমা করা হবে। যার পাপ ক্ষমা না করবে, তার পাপ ক্ষমা না করাই থাকবে। এভাবে তিনি বেশ কয়েকবার শিষ্যদের দেখা দিলেন। পুনরুত্থিত হয়ে যীশু মৃত্যু ও শয়তানের সমস্ত শক্তির উপর জয় প্রতিষ্ঠা করলেন। ঈশ্বরের সব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করলেন। তিনি সকল মানুষের মুক্তিদাতা হলেন।

যীশুর স্বর্গারোহণ

পুনরুত্থানের পর যীশু চল্লিশ দিন এই পৃথিবীতে ছিলেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে শিষ্যদের কাছে দেখা দিয়েছেন। তিনি তাঁদেরকে নানারকম নির্দেশ দান করেছেন। বিশেষকরে তিনি তাঁদের কাছে পবিত্র আত্মাকে পাঠিয়ে দেবার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।একদিন যীশু শিষ্যদেরকে গালিলেয়ার একটি পাহাড়ে যেতে বললেন। শিষ্যগণ সেখানে গেলেন। তাঁরা যীশুকে সেখানে দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম জানালেন। তখন যীশু তাঁদের কাছে এসে বললেন: "স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং যাও: তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। তোমাদের যা-কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি।" এই বলে তিনি দুই হাত তুলে শিষ্যদের আশীর্বাদ করলেন। আশীর্বাদ করতে করতেই তিনি তাঁদের ছেড়ে চলে গেলেন। একটি মেঘবাহন এসে যীশুকে নিয়ে গেল। যীশু স্বর্গে উন্নীত হলেন। তাঁরা প্রণত হয়ে তাঁর আরাধনা করলেন। তারপর মহানন্দে যেরুসালেমে ফিরে এলেন। সেখানে শিষ্যেরা পবিত্র আত্মার অপেক্ষায় থাকলেন।

পুনরুত্থিত যীশু আমাদের নিত্য সঙ্গী

যীশু সশরীরে পুনরুত্থান করে আমাদের সাথে সর্বদা রয়েছেন। কিন্তু তাঁর দেহ আগের মতো নেই। তাঁর এই দেহ হলো গৌরবান্বিত দেহ। আমাদের জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন ঠিক যেন যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করি। আবার এর পরে আমরা

অভিজ্ঞতা করি যীশুর পুনরুত্থান। যেমন, আমরা যখন বহু কষ্ট করে পড়াশুনা করি বা এরকম কোন কষ্টকর কাজ করি তখন যীশুর মতো আমরা যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাত্রা করি। কিন্তু যখন আমরা ভালোভাবে কৃতকার্য হই তখন পুনরুত্থিত যীশুই যেন

যীশুর স্বর্গারোহণ ও শিষ্যগণ

আমাদের সাথে থাকেন। এছাড়া, আমরা যখন কষ্ট করে পাপের প্রলোভনকে জয় করতে পারি তখন যীশুর পুনরুত্থানকেই নিজের জীবনে দেখতে পাই। কারও জন্য কষ্ট করে কোন ভালো কাজ করেও আমরা যে আনন্দ পাই তখন পুনরুত্থিত যীশুই আমাদের সাথে থাকেন। এভাবে পুনরুত্থিত যীশু স্বর্গে গেলেও প্রতিদিন তিনি আমাদের সাথেই রয়েছেন।

কী শিখলাম

যীশু আমাদের পরিত্রাণ সাধন করার জন্য এ জগতে এলেন। গেৎসিমানি বাগানে তাঁর মর্মবেদনা হলো; তিনি অসহনীয় যন্ত্রণাভোগ করে মৃত্যুবরণ করলেন; তৃতীয় দিনে তিনি পুনরুত্থান করলেন। অনেকবার তিনি প্রেরিতশিষ্যদের কাছে দেখা দিলেন। এরপর তিনি স্বর্গারোহণ করলেন। পুনরুত্থিত যীশু সর্বদা আমাদের সাথে রয়েছেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। ছোট দলে তোমার জীবনের এমন একটি ঘটনা সহভাগিতা কর যার মধ্য দিয়ে যাতনা, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করেছ।

২। শূন্য কবরের পাশে পুনরুত্থিত যীশুর চিত্র অঙ্কন কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) যীশু যন্ত্রণাভোগ ও ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন মানুষকে .... করতে ।

খ) যীশুর কথা, আশ্চর্য কাজ দেখে .... ও ফরিসিরা তাঁর উপর খুব ক্ষেপে উঠেছিল ।

গ) যীশুকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিল .... ।

ঘ) শেষ ভোজের পর যীশু শিষ্যদের নিয়ে .... নামক স্থানে গিয়েছিলেন।

ঙ) পিলাতের বিচারে যীশুর শাস্তি হয়েছিল........ ।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। "এই পানপাত্রটি আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও!	ক। যীশু স্বর্গে উন্নীত হলেন।
খ। যীশু তাদের ওপর ফুঁ দিলেন আর বললেন,	খ। যীশুর পুনরুত্থান আমাদের জীবনে দেখতে পাই।
গ। একটি মেঘবাহনে চড়ে	গ। প্রতিদিন তিনি আমাদের সাথেই আছেন।
ঘ। আমরা প্রলোভনকে জয় করতে পারলে	ঘ। আমাদের পরিত্রাণ সাধন করলেন।
ঙ। পুনরুত্থিত যীশু স্বর্গে গেলেও	ঙ। তবুও আমি যা চাই, তা নয়, তুমিই যা চাও, তাই হোক!"
	চ। তোমরা পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ মৃত্যুদণ্ড পাবার পর শত্রুরা যীশুর কাঁধে কী চাপিয়ে দিয়েছিল ?

(ক) বড় একটি পাথর (খ) কাঁটার মুকুট

(গ) বড় এক টুকরা কাঠ (ঘ) অতি ভারি একটি ক্রুশ।

৩.২ যীশু ক্রুশের উপর কত ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন ?

(ক) দুই ঘণ্টা (খ) এক ঘণ্টা

(গ) তিন ঘণ্টা (ঘ) চার ঘণ্টা

৩.৩ কে যীশুকে ক্রুশ থেকে নামিয়েছিলেন ?

(ক) পিতর (খ) মাগদালার মারীয়া

(গ) আরিমাথিয়ার যোসেফ (ঘ) যাকোব।

৩.৪ পুনরুত্থিত যীশুর দেহ হলো ?

(ক) নশ্বর দেহ (খ) ক্ষতবিক্ষত দেহ

(গ) গৌরবান্বিত দেহ (ঘ) অমর দেহ

৩.৫ জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত কে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ?

(ক) পিতর (খ) যাকোব

(গ) যোহন (ঘ) যীশু ।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) কত টাকার বিনিময়ে যুদাস যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল ?

খ) শত্রুরা যীশুকে কী বলে উপহাস করেছিল ?

গ) পুনরুত্থানের পর যীশু কাকে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন ?

ঘ) যীশু তাঁর শিষ্যদের কার নামে মানুষকে দীক্ষাস্নাত করতে বলেছিলেন ?

ঙ) পুনরুত্থানের কতদিন পর যীশু স্বর্গারোহণ করেছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) যীশুর যাতনাভোগ ও মৃত্যু সম্পর্কে লেখ ?

খ) যীশুর পুনরুত্থানের ঘটনাটি লেখ ।

গ) যীশুর স্বর্গারোহণের ঘটনাটি বর্ণনা কর।

নবম অধ্যায়

পবিত্র আত্মা

স্বর্গারোহণের পূর্বে প্রভু যীশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি স্বর্গে গিয়ে শিষ্যদের জন্য একজন সহায়ককে পাঠিয়ে দিবেন। তিনি তাঁদেরকে বলেছিলেন, সেই সহায়ক না আসা পর্যন্ত তাঁরা যেন ঐ শহর ছেড়ে কোথাও না যান। পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিনে শিষ্যদের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছিলেন। একথা আমরা আগে জেনেছি। আমরা আরও জেনেছি যে, দীক্ষাস্নানের সময় পবিত্র আত্মাকে আমরা অন্তরে লাভ করেছি। হস্তার্পণের সময় পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে নতুন করে এসেছেন। পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে সর্বদা থাকেন ও আমাদের পরিচালনা করেন। তিনি আমাদের জন্য যে দানগুলো নিয়ে আসেন তা পেয়ে আমরা পরিপক্ব খ্রিস্টভক্ত হতে পারি। এখন আমাদেরকে আরও ভালোরূপে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণার অর্থ জানতে হবে। আমাদের অনবরত চেষ্টা করতে হবে যেন আমরা দেহের বশে বা নিজের ইচ্ছামত না চলে পবিত্র আত্মার প্রেরণা মত চলি। তবেই আমরা সুখী মানুষ হিসাবে দিন দিন বেড়ে উঠতে পারব।

পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার অর্থ

অন্যদিকে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরনায় চলার অর্থ হলো পবিত্র আত্মা যেভাবে চলতে বলেন সেভাবে চলা। এভাবে যারা চলে তাদের মধ্যে দেখা যায় ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি,

আত্মার বশে চলে যারা সুখী হয় তারা

সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশস্ততা, কোমলতা আর আত্মসংযম। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে যীশুর দেখানো পথে পরিচালনা করেন। যীশু এ কারণেই আমাদের জন্য সেই সহায়ককে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এসে আমাদেরকে তাঁর কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেন। এখানে কামনা-বাসনার কোন স্থান নেই। যারা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলে তাদের মধ্যে পাপের প্রভাব নেই।

দেহের বশে চলার অর্থ

দেহের বশকে সাধু পল বলেন নিম্নতর স্বভাব। এর অর্থ দেহ যখন যা করতে বলে সে রকম ভাবেই চলা। দেহের বশ বা নিম্নতর স্বভাবের বশে চলার কয়েকটি দিক তিনি দেখিয়েছেন। যেমন, ব্যভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ-উৎসব আর এইসব ধরনের সমস্ত কিছু। আমরা বুঝতেই পারছি যে নিম্নতর স্বভাব বা দেহের বশ আমাদেরকে পাপের পথে নিয়ে যায়। এটি আমাদেরকে কামনা ও বাসনার দিকে পরিচালনা করে। এর ফল আমাদের সকলের জন্যই খারাপ।

দেহের বশে চলে যারা অসুখী হয় তারা

পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা ও দেহের বশের মধ্যে পার্থক্য

উপরের আলোচনা থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, দেহের বশ বা নিম্নতর স্বভাব আমাদেরকে পাপের পথে নিয়ে যায়। কিন্তু পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চললে আমরা যীশুর পথেই থাকতে পারি। নিম্নে আরও স্পষ্টভাবে এই দুইটি বিষয়ের তুলনা করা হলো।

পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা	দেহের বশ (নিম্নতর স্বভাব)
ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা, মঙ্গলানুভবতা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা আর আত্মসংযম।	ব্যভিচার, অশুচিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পৌত্তলিকতা, তন্ত্রমন্ত্র সাধন, শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধ, রেষারেষি, মনোমালিন্য, দলাদলি, হিংসা, মাতলামি, বেসামাল ভোজ–উৎসব।
ঈশ্বরের পথে পরিচালনা করে।	শয়তানের পথে পরিচালনা করে।
পবিত্র আত্মা আমাদের দেন জীবন।	দেহের বশ আনে মৃত্যু।
পবিত্র আত্মা আমাদেরকে প্রকৃত সুখী করেন।	দেহের বশে চললে আমরা অসুখী হই।
পরিবার, সমাজ, দেশ, মন্ডলীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে।	পরিবার, সমাজ, দেশ, মন্ডলী অশান্তি ও বিশৃঙ্খলায় ছেয়ে যায়।
ঈশ্বর খুশি হন।	শয়তান খুশি হয়।

পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার উপায়

পবিত্র আত্মার নির্দেশিত পথ হলো সত্য পথ। কারণ পবিত্র আত্মা যে পথ দেখান সেটা হলো যীশুর পথ। নিম্নলিখিতভাবে আমরা পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলতে পারি:

১। প্রথমে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা অনুসারে চলার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

২। আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে খোলা মনে গ্রহণ করা;

৩। প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ করা ও এই বাণী যা করার অনুপ্রেরণা দান করে তা মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা;

৪। ভক্তিসহকারে খ্রিস্টযাগে যোগদান করে সেখান থেকে যে শক্তি, সাহস ও প্রেরণা পাওয়া যায় তা জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করা;

৫। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য সব সময় আধ্যাত্মিক গুরুব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণ করা, নিজে প্রার্থনা করা ও অন্তরে পবিত্র আত্মা কী বলেন তা শুনে সেই অনুসারে সিদ্ধান্তে আসা;
৬। প্রত্যেকটি কাজ শেষ করার পর প্রার্থনার সময় পবিত্র আত্মাকে জিজ্ঞেস করা কাজটি কতখানি তাঁর ইচ্ছানুসারে হয়েছে; দুর্বলতা পাওয়া গেলে তা দূর করার জন্য পরবর্তীতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক তা পবিত্র আত্মাকেই জিজ্ঞেস করা ও তাঁর উত্তর শ্রবণ করা;
৭। কাজের শুরুতে ও শেষে সব সময় পবিত্র আত্মার শক্তি ভিক্ষা করে প্রার্থনা করা; কৃতকার্যতার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান; ব্যর্থতার জন্য ক্ষমা চাওয়া;
৮। অন্যদেরকেও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা অনুসারে চলার পরামর্শ দেওয়া।

প্রভু যীশু সহায়ক আত্মা হিসেবে পবিত্র আত্মাকে আমাদের দান করেছেন আমরা যেন সঠিকভাবে পরিচালিত হই। তাই হৃদয় মন খোলা রেখে আমরা সেই পরিচালনা মতো জীবন যাপন করব। পবিত্র আত্মাকে আমাদের জীবনের পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করব।

কী শিখলাম

পবিত্র আত্মা আমাদেরকে যীশুর পথ দেখান। তাঁর অনুপ্রেরণায় চললে আমরা ঐশ জীবন পাই। কিন্তু দেহের বশে চললে আমরা ধ্বংসের পথে যাই। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা অনুসারে চলাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

পরিকল্পিত কাজ

কী কীভাবে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক। নিম্নতর স্বভাব আমাদের ------ পথে নিয়ে যায় ।
খ। পবিত্র আত্মা আমাদের ------ পথে পরিচালনা করে।
গ। পবিত্র আত্মা আমাদের দেন------- ।
ঘ। দেহের বশে চললে আমরা -------- হই ।
ঙ। দেহের বশে চললে -------- খুশি হয়।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক। দীক্ষাস্নানের সময় আমরা পবিত্র আত্মাকে	ক। শত্রুতা, বিবাদ, দলাদলি ও হিংসা ।
খ। পবিত্র আত্মার দান পেয়ে আমরা	খ। ভালোবাসা, আনন্দ, শান্তি ও আত্মসংযম।
গ। নিম্নতর স্বভাবের কয়েকটি দিক হলো	গ। পথে পরিচালিত করে।
ঘ। যারা পবিত্র আত্মার বশে চলে তাদের মধ্যে দেখা যায়	ঘ। অন্তরে লাভ করেছি।
ঙ। পবিত্র আত্মা আমাদের যীশুর দেখানো	ঙ। "তবুও আমি যা চাই, তা নয়, তুমিই যা চাও, তাই হোক!"
	চ। পরিপক্ব খ্রিষ্টভক্ত হতে পারি।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ নিচের কোনগুলো পবিত্রআত্মার অনুপ্রেরণা?

(ক) কোমলতা, হিংসা ও দয়া (খ) আনন্দ, করুণা ও ঈর্ষা
(গ) কোমলতা, বিশ্বস্ততা ও সহৃদয়তা (ঘ) আত্মসংযম, শান্তি ও রাগারাগি ।

৩.২ যীশু সহায়ক আত্মাকে আমাদের দান করেছেন

(ক) আমরা যেন সঠিকভাবে পরিচালিত হই (খ) আমরা যেন যীশুকে ভালোবাসতে পারি
(গ) আমরা যেন স্বর্গে যাই (ঘ) আমরা যেন জীবন পাই

৩.৩ পরিবার, সমাজ, দেশ ও মন্ডলীতে শান্তি বিরাজ করে

(ক) দেহের বশে চললে (খ) শয়তানের নির্দেশনায় চললে
(গ) পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চললে (ঘ) নিম্নতর স্বভাবের বশে চললে ।

৩.৪ নিম্নতর স্বভাব আমাদের কোন দিকে পরিচালিত করে ?

(ক) পাপের পথে (খ) স্বর্গের পথে
(গ) জীবনের পথে (ঘ) সঠিক পথে

৩.৫ পবিত্র আত্মা আমাদের সাহায্য করেন

(ক) সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে (খ) ভুল সিদ্ধান্ত নিতে
(গ) ভুল পথে চলতে (ঘ) নিজের ইচ্ছামত চলতে ।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) স্বর্গারোহণের আগে যীশু শিষ্যদের কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন?

খ) কে সর্বদা আমাদের পরিচালনা করেন?

গ) সাধু পলের ভাষায় দেহের বশ বলতে কী বোঝায়?

ঘ) পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় চলার অর্থ কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) দেহের বশে চলা ও পবিত্র অনুপ্রেরণায় চলা বলতে কী বুঝ?

খ) পবিত্র আত্মা প্রেরণা ও দেহের বশ বিষয় দুইটির পার্থক্য লেখ?

গ) পবিত্র আত্মার দেখানো পথে কীভাবে আমরা চলতে পারি সে উপায়গুলো লেখ।

দশম অধ্যায়

মণ্ডলীর প্রেরণকাজ

যীশু মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য পিতার দ্বারা প্রেরিত হয়ে এ পৃথিবীতে এসেছেন। তিনি মানবজাতির জন্য পিতার ভালোবাসার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছেন। যে পরিত্রাণকর্ম তিনি সাধন করেছেন তা সারা পৃথিবীতে প্রচার করার জন্য তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রেরণ করেছেন। মণ্ডলী পরিত্রাণের বাণীপ্রচার আর প্রেরণকাজ এক করে দেখে। কারণ মানুষের কাছে কথার চেয়ে কাজের গুরুত্ব বেশি। মণ্ডলী যা প্রচার করে তা কাজেও দেখিয়ে থাকে। মণ্ডলীর এ কাজগুলো হলো মুক্তিদাতা যীশু খ্রিষ্টের মনোভাবেরই প্রতিফলন। এই অধ্যায়ে আমরা মণ্ডলীর প্রেরণকাজের অর্থ, বিশেষ বিশেষ প্রেরণকাজ বা সেবাকাজ এবং কীভাবে মণ্ডলীর প্রেরণকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কে জানব।

মণ্ডলীর প্রেরণকাজের অর্থ

যীশু তাঁর শিষ্যদের সেবাকাজে পাঠানোর সময় বলেন: "তোমরা গিয়ে সকল জাতির মানুষকে আমার শিষ্য কর; পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা-কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি" (মথি ২৮: ১৯-২০)। এই কথাগুলো বলে যীশু প্রেরিতশিষ্যদের সেবাকাজ করার উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। গুরুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে প্রেরণকাজ বা সেবাকাজ করতে হলে প্রেরিত শিষ্যদেরকে নিশ্চয়ই তাঁদের গুরুর মতোই হতে হবে। তাঁদের নিশ্চয়ই মনে আছে গুরুর কথাগুলো। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেন: "মানবপুত্র তো সেবা পাবার জন্যে আসে নি, সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপণ হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে" (মার্ক ১০:৪৫)।

সুতরাং সেবাকাজকে আমরা যেরকম সহজ মনে করি সেরকম সহজ নয়। সেবাকাজে গুরু নিজেই নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন। এমন গুরুর শিষ্য হয়ে প্রেরিত শিষ্যগণ তো আরামের পথ বা সেবা পাবার পথ বেছে নিতে পারেন না। যদি তাঁরা তা করেন, তবে তাঁরা এমন গুরুর উপযুক্ত শিষ্য হতে পারেন না। সেবাকাজের জন্য পাঠাবার আগে যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেন: "তোমরা আমাকে মনোনীত কর নি, আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি আর নিযুক্তও করেছি; আমি চেয়েছি, তোমরা কাজে এগিয়ে যাও, তোমরা সফল

হও। স্থায়ী হোক তোমাদের কাজের ফল; তাহলে পিতার কাছে আমার নামে তোমরা যা-কিছু চাইবে, তিনি তাই তোমাদের দিবেন। তোমাদের আমি এই আদেশ দিচ্ছি: তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে" (যোহন ১৫: ১৬-১৭)।

মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রেরণকাজ

নিম্নে মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রেরণ কর্মগুলো তুলে ধরা হলো:

শিক্ষা: মণ্ডলীর একটি প্রধান প্রেরণকাজ হলো শিক্ষা। একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়। এটি মণ্ডলী খুব ভালোভাবেই বুঝেছে।

স্বাস্থ্য: মানুষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক নিরাময়তায় মণ্ডলীর ভূমিকা প্রথম থেকেই খুব জোরালো। যীশু নিজেই মানুষকে সুস্থ করে তুলেছেন এবং তাঁর শিষ্যদের সুস্থতা দান করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

স্বাস্থ্যসেবা

কারিগরি শিক্ষা: যেসব যুবকযুবতী সাধারণ শিক্ষা বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, মণ্ডলী তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। এই শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে।

আর্ত মানবতার সেবা: মণ্ডলী সমাজের দুঃস্থ অসহায় মানুষদের সেবা করে থাকে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সন্ন্যাস–সংঘ এসব দিকে প্রচুর অবদান রেখে যাচ্ছে। এই বিষয়ে মাদার তেরেজার প্রতিষ্ঠিত সংঘের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দরিদ্র, অভাবী ও অসহায় ভাইবোনদের জন্য মণ্ডলী সব সময় সেবাদানের জন্য প্রস্তুত।

নারীদের ক্ষমতায়ন: মণ্ডলী ও দেশের উন্নতির জন্য নারীশিক্ষা, নেতৃত্ব ও তাদের ক্ষমতায়ন খুব দরকার। মণ্ডলী সর্বদা এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছে এবং নারীদের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

দারিদ্র্য বিমোচন: পরিবার ও সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে মণ্ডলী বিশেষ চেষ্টা করে থাকে। খ্রিস্টমণ্ডলীর উদ্যোগে ও বিভিন্ন খ্রিস্টভক্ত পরিচালিত এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই দিকে বহু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পরিবার কল্যাণ: পরিবার হলো ক্ষুদ্র মণ্ডলী বা গৃহমণ্ডলী। এটি হলো সমাজের প্রাণকেন্দ্র। পরিবারগুলোকে সুগঠন দেওয়া মণ্ডলীর বিশেষ দায়িত্ব। মণ্ডলী তা পালন করে থাকে। বিবাহ প্রস্তুতি ও পরিবারের কল্যাণার্থে মণ্ডলী বিশেষভাবে সেবা দান করে থাকে।

শিশুমঙ্গল: শিশুরা দেশ ও মণ্ডলীর ভবিষ্যৎ। শিশুরা সুন্দরভাবে গড়ে উঠলে জাতি উন্নত হবে। শিশুদের জন্য মণ্ডলীর বিশেষ সেবাকাজ হলো শিশুমঙ্গল সমিতি। এর মাধ্যমে শিশুদের সুন্দর বিকাশের জন্য মণ্ডলী বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

যুব গঠন: মণ্ডলীর যুবকরা হলো এদেশের সম্ভাবনাময় মানুষ। যুব গঠনে মণ্ডলীর ভূমিকা অতুলনীয়। যুবকযুবতীদের জন্য নানারকম গঠন–প্রশিক্ষণ কোর্স ও সেমিনার আয়োজন ও পরিচালনার মাধ্যমে তাদের সঠিক দিক–নির্দেশনা দেওয়ার জন্য মণ্ডলী সব সময় কাজ করে যাচ্ছে।

এছাড়াও যুগের প্রয়োজনে মণ্ডলী আরও নানা ধরনের সেবাকাজ করে থাকে। এসব কাজের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর সদস্যগণ সর্বদা মনে রাখেন যে যীশু নিজেই তাদের সঙ্গে সর্বদা রয়েছেন ও তাদেরকে ঐসব কাজে তাঁর হয়ে অংশগ্রহণ করতে ডাকছেন।

প্রেরণ কাজে অংশগ্রহণ

উপরে উল্লিখিত প্রেরণকাজগুলো মণ্ডলী তাঁর জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে করে যাচ্ছে। এগুলোর মাধ্যমেই মণ্ডলী জীবন্ত রয়েছে। এসব কাজে আমাদের প্রত্যেকের সাধ্যানুসারে অংশগ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

কী শিখলাম

যীশু খ্রিষ্ট প্রেরিত হয়েছেন তাঁর পিতার দ্বারা। তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর শিষ্যদেরকে। বর্তমান যুগে তিনি আমাদেরকেও প্রেরণ করেছেন। মণ্ডলী এভাবে অনেক প্রেরণকাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সকলেরই এসব কাজে সাধ্যানুসারে অংশ-গ্রহণ করতে হবে।

পরিকল্পিত কাজ

মণ্ডলী বর্তমানকালে কী কী প্রেরণ কাজ করতে পারে তা দলে সহভাগিতা করবে।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) মণ্ডলী বাণীপ্রচার ও --------- এক করে দেখে।

খ) "মানবপুত্র তো ------- পাবার জন্য আসে নি, সে এসেছে সেবা করতে"।

গ) আমি তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে......... ।

ঘ) মণ্ডলী সব সময় তার সন্তানদের অভাব ও ....অনুসারে সাড়া দিয়ে থাকে।

ঙ) মণ্ডলী জীবন্ত থাকে .... কাজের মধ্য দিয়ে ।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত	ক) তোমরা সফল হও।
খ) পিতার কাছে আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে	খ) মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা যায়।
গ) আমি চেয়েছি, তোমরা কাজে এগিয়ে যাও,	গ) মানুষকে সুস্থ করে তোলে।
ঘ) শিক্ষার মাধ্যমে	ঘ) আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি।
ঙ) আর্ত মানবতার সেবায়	ঙ) তিনি তাই তোমাদের দেবেন।
	চ) মাদার তেরেজার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ নিচের কোনটি মণ্ডলীর একটি প্রধান সেবাকাজ?

(ক) শিক্ষা (খ) দারিদ্র্য বিমোচন

(গ) ত্রাণ বিতরণ (ঘ) পরিবেশ রক্ষা ।

৩.২ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য মণ্ডলী কোন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা করছে?

(ক) কারিগরি শিক্ষা (খ) অনিয়মিত শিক্ষা

(গ) কৃষি শিক্ষা (ঘ) স্বাস্থ্য শিক্ষা

৩.৩ প্রেরণকাজ করার ক্ষেত্রে মণ্ডলী কোন বিষয়টি বিবেচনা করে ?

(ক) মানুষের অবস্থা (খ) টাকাপয়সা

(গ) সময়ের প্রয়োজন (ঘ) যোগ্য কর্মী ।

৩.৪ যুব গঠনের উদ্দেশ্য কী ?

(ক) তাদের সঠিক শিক্ষাদান (খ) তাদের স্বাবলম্বী করে তোলা

(গ) সঠিক নির্দেশনা ও গঠন দান (ঘ) সুনাগরিক করে গড়ে তোলা

৩.৫ সেবাকাজের ফলে কী হয়?

(ক) মণ্ডলী জীবন্ত থাকে (খ) ভক্তজন সেবা পায়

(গ) দেশের উন্নতি হয় (ঘ) যীশু খুশি হন।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) মণ্ডলীর প্রেরণকাজ কার প্রতিফলন?

খ) মণ্ডলীর কাছে সেবা কাজের গুরুত্ব এত বেশি কেন?

গ) সেবাকাজ সম্পর্কে যীশুর মনোভাব কী ?

ঘ) যীশু শিষ্যদের কী আদেশ দিয়েছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) প্রেরণ কাজের অর্থ ব্যাখ্যা কর।

খ) যীশু শিষ্যদের কী নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ কাজে পাঠিয়েছিলে?

গ) মণ্ডলীর প্রধান প্রধান প্রেরণ কাজগুলো সম্পর্কে লেখ ।

একাদশ অধ্যায়

সাক্রামেন্ত

পূর্বের শ্রেণিগুলোতে আমরা সাক্রামেন্ত সম্বন্ধে অল্প পরিসরে ধারণা পেয়েছি। বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে আমরা সাতটি সাক্রামেন্তের নাম মুখস্থ করেছি। তৃতীয় শ্রেণিতে আমরা দীক্ষাস্নান-এর বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জেনেছি। চতুর্থ শ্রেণিতে পাপস্বীকার, হস্তার্পণ ও খ্রিষ্টপ্রসাদ-এর বিষয়ে অনেক কিছু শিখেছি।এ পর্যায়ে আমরা রোগীলেপন, যাজকবরণ এবং বিবাহ সাক্রামেন্ত সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে জানার চেষ্টা করব।

রোগীলেপন (তৈলাভিষেক, অন্তিমলেপন) সাক্রামেন্ত

রোগীদের জন্য মন্ডলীর রয়েছে বিশেষ সহানুভূতি, প্রার্থনা, সমর্থন, ভালোবাসা ও যত্ন। এই বিশেষ সহানুভূতি থেকেই রোগীদের জন্য মন্ডলী রোগীলেপন সাক্রামেন্তের ব্যবস্থা করেছেন। যেন এই সাক্রামেন্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে রোগীরা তাদের জীবনে ঈশ্বরের কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। এই সাক্রামেন্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা যেন মনের সাহস ও সান্ত্বনা পেতে পারে। সর্বোপরি তারা যেন এই সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে রোগযন্ত্রণা থেকে পূর্ণভাবে নিরাময় লাভ করতে পারে। রোগীলেপন সাক্রামেন্তটি অন্তিমলেপন সাক্রামেন্ত বা নিরাময়কারী সাক্রামেন্ত নামেও আমাদের কাছে পরিচিত।

রোগীলেপন অনুষ্ঠান

রোগীলেপন তেল রোগীদের কপালে ও হাতে লেপন করা হয় এবং সেই সঙ্গে প্রার্থনা করে বলা হয় "এই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়ে পরমেশ্বরের মহাদান স্বয়ং পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ কর। খ্রিষ্ট হলেন আরোগ্যদাতা। তিনি রোগাক্রান্ত মানুষের যত্ন নিয়েছেন ও সুস্থ করেছেন। যীশু রোগীদের নিরাময় করার জন্য বিভিন্ন বাস্তব চিহ্নের আশ্রয় নিয়েছেন: যেমন থুথু, হস্তস্থাপন, কাদা ও পরে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা ইত্যাদি। এসব চিহ্নের মাধ্যমে যীশু রোগীদের সুস্থ করেছেন। যীশু রোগীদের সুস্থ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্ডলীর উপর। অসুস্থদের জন্য খ্রিষ্টমন্ডলীর নিজস্ব ধর্মীয় রীতি আছে যা আমরা সাধু যাকোবের ধর্মপত্রে পাই। সাধু যাকোব বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে রোগপীড়িত, সে মন্ডলীর প্রবীণদের (যাজকদের) ডাকুক, এবং তারা তার গায়ে তেল মেখে দেবার পর প্রভুর নামে প্রার্থনা করুন। প্রভু তাকে সুস্থ করে তোলবেন; আর সে যদি কোন পাপ করে থাকে, তার সেই পাপের মোচন হবে" (যাকোব ৫:১৪-১৫)। তেল হচ্ছে প্রাচুর্য

ও আনন্দের চিহ্ন। স্নানের আগে ও পরে গায়ে তেল মেখে মানুষ পরিশুদ্ধ হয়। শিশুদের গায়ে আগে তেল মেখে স্নান করান হয় যেন সহজে ঠাণ্ডা না লাগে। তেল হলো নিরাময়, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎস। অন্যদিকে তেললেপনের মাধ্যমে রোগীরা আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে উঠে, নিরাময় ও আরাম পেয়ে থাকে।

রোগীলেপন অনুষ্ঠান

প্রাচীনকাল থেকেই মণ্ডলীর উপাসনা ঐতিহ্যে পবিত্র তেল দ্বারা রোগীদের লেপন করার প্রথা প্রচলিত আছে। বহু শতাব্দী ধরে রোগীদের তেললেপন দেওয়া হতো শুধুমাত্র তাদেরকেই যারা মরণাপন্ন অবস্থায় ছিল। এ কারণেই সাক্রামেন্তটি 'অন্তিম লেপন' নাম পেয়েছে। তবে রোগীলেপন সাক্রামেন্তটি যারা মরণাপন্ন শুধু তাদের জন্যই নয়। তাই ভক্তদের মধ্যে যদি কেউ রোগ বা বার্ধক্যের কারণে খুব বেশি অসুস্থ বোধ করে, তাহলে তাকেও এই সাক্রামেন্ত প্রদান করা যেতে পারে। এই সাক্রামেন্তের পূর্বে পাপস্বীকার ও খ্রিষ্টপ্রসাদ দেওয়া যেতে পারে।

এ সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে আমরা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহ, গুরুতর অসুস্থতা অথবা বৃদ্ধ অবস্থার দুর্বলতায় যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয় তা জয় করার জন্য শক্তি, শান্তি ও সাহস লাভ করি। পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রভুর নিকট থেকে এই সহায়তা অসুস্থ ব্যক্তির আত্মাকে সুস্থতা দান করে, এমনকি ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে দেহের আরোগ্যও এনে দেয়। তদুপরি, "সে যদি কোন পাপ করে থাকে, তার সেই পাপের মোচন হবে"।

যাজকবরণ (পুণ্যপদ) সাক্রামেন্ত

ঈশ্বর মনোনীত জাতিকে "যাজকদের রাজ্য ও এক পবিত্র জনগণ" রূপে গঠিত করেছেন। কিন্তু ইস্রায়েল জাতির বারোটি গোষ্ঠীর একটিকে অর্থাৎ লেবি গোষ্ঠীকে ঈশ্বর বেছে নেন এবং উপাসনা অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করার জন্য তাদেরকে আলাদা করে রাখেন। ঈশ্বর

যাজকবরণ (পুণ্যপদ) সাক্রামেন্ত প্রদান

নিজেই তাদের উত্তরাধিকার। পুরাতন নিয়মে যাজকত্বের আরম্ভ একটি বিশেষ অনুষ্ঠান–রীতির দ্বারা সম্পাদিত হতো। যাজক মানুষদের পক্ষে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই নিযুক্ত করা হয়, যেন তিনি পাপের জন্য অর্ঘ্য ও বলি উৎসর্গ করেন। ঐশবাণী ঘোষণার এবং যজ্ঞবলি ও প্রার্থনার দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য পুরাতন নিয়মে যাজকত্ব স্থাপিত হয়েছে। তথাপি সেই যাজকত্ব পরিত্রাণ আনয়নে অক্ষম। সেখানে যাজকের বারংবার যজ্ঞবলি উৎসর্গ করতে হয় এবং নির্দিষ্ট পবিত্রতা অর্জনে তা ব্যর্থ। একমাত্র খ্রিষ্টের যজ্ঞবলিই তা সম্পন্ন করতে পারে। মহাযাজক ও অনন্য মধ্যস্থতাকারী খ্রিষ্ট, মণ্ডলীকে করে তুলেছেন রাজ্য, তাঁর আপন ঈশ্বর ও পিতার উদ্দেশ্যে যাজক। বিশ্বাসীদের গোটা সমাজই সত্যিকারে যাজক। সকল খ্রিষ্টবিশ্বাসী তাদের নিজ নিজ আহ্বান অনুসারে, খ্রিষ্টের যাজকীয়, প্রাবক্তিক ও রাজকীয় প্রেরণ দায়িত্বে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দীক্ষাস্নানের যাজকত্ব অনুশীলন করে।

খ্রিষ্টকে পিতা পরমেশ্বর পবিত্র করেছেন এবং এই জগতে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রেরিতদূতদের মাধ্যমে তাঁদের উত্তরাধিকারী বিশপদের একই দায়িত্ব প্রদান করেছেন। বিশপগণ তাঁদের নিজেদের দায়িত্ব বলে মণ্ডলীর বিভিন্নজনকে বিভিন্ন পর্যায়ে সেবাকর্মের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। বিশপদের সেবাকর্মের দায়িত্ব অধীনস্থ শ্রেণির যাজকদের উপর প্রদান করা হয়েছে যেন তারাও যাজকত্বের পদে নিযুক্ত হতে পারেন এবং তারা যেন খ্রিস্টের দ্বারা ন্যস্ত প্রৈরিতিক প্রেরণ দায়িত্ব যথার্থভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিশপদের সহকর্মী হতে পারেন। যাজকীয় সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে একজন যাজক ঈশ্বরের কাছ থেকে ঐশ্বরিক অনুগ্রহ পেয়ে এ জগতে খ্রিস্টের প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রথমত তিনি নিজে পবিত্র হন এবং জনগণকেও পবিত্র করে পবিত্রতার পথে পরিচালিত করেন।

বিবাহ সাক্রামেন্ত

বিবাহ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী নিজেদের মধ্যে জীবনের সামগ্রিক অংশীদারিত্ব স্থাপন করে। তারা তাদের ভালোবাসার ফল হিসেবে সন্তানের জন্মদান ও খ্রিস্টীয় শিক্ষা–দীক্ষায় ভালো মানুষ করে গড়ে তোলার আহ্বান লাভ করে। এই সাক্রামেন্তের মাধ্যমে নারী–পুরুষের মধ্যে এক পবিত্র ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধন বা সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আমরা জানি যে, ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনিই মানুষকে ভালোবাসার আহ্বান জানান। এটিই হলো প্রতিটি মানুষের মৌলিক ও জন্মগত আহ্বান। কারণ ঈশ্বর যিনি নিজেই ভালোবাসা, তিনি তাঁর সাদৃশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। যেহেতু ঈশ্বর মানুষকে পুরুষ ও নারী করেই সৃষ্টি করেছেন, তাই তাদের পারস্পরিক ভালোবাসা ঈশ্বরের অসীম ও চিরস্থায়ী ভালোবাসারই প্রতিচ্ছবি। আর এ ভালোবাসায় ঈশ্বর মানুষকে আহ্বান জানান। তোমরা ফলবান হও, বংশ বৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোলো। সেজন্যই ঈশ্বরের এই সৃষ্টিকাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন পুরুষ ও একজন নারী সঠিক, পবিত্র ও ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বান পায়। যীশু নিজেই বলেছেন, বিয়ের অর্থ হলো দুটি জীবনের অবিচ্ছেদ্য মিলন, যা স্মরণ করিয়ে দেয় আদিতে ঈশ্বরের পরিকল্পনা। তাই বিবাহ–ব্যবস্থায় জীবন ও প্রেমের যে ঘনিষ্ঠ মিলন রয়েছে তা স্বয়ং খ্রিস্টের দ্বারাই স্থাপিত। তাই বিবাহ বন্ধন হলো একটি পবিত্র বন্ধন। বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই যথাযথ প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। প্রস্তুতিমূলক ক্লাসে তাদের ভালোমত বোঝাতে হবে যে, এটি একটি সাক্রামেন্ত। এটি হলো একটি চিরন্তন ও

শাশ্বত সন্ধি। এই সন্ধি কখনো ভেঙ্গে যাবার নয়। কাথলিক মন্ডলীতে একবার বিয়ের পর কেউই ইচ্ছা করলেই তা ভেঙ্গে দিতে পারবে না। অর্থাৎ স্বামী তার স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে কোনমতেই পরিত্যাগ করতে পারবে না। যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে তাদের মতামত যাচাই করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অর্থাৎ প্রার্থী যদি কোন কারণে বাবা-মা, বা অভিভাবকের চাপে বাধ্য হয়ে বিবাহ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে এই বিয়ে অবশ্যই বাতিল করতে হবে। তাই বিয়ের আগে অবশ্যই প্রার্থীদের মতামত যাচাই করতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সম্মতির বিনিময়কে খ্রিষ্টমন্ডলী বিবাহের অপরিহার্য উপাদানরূপে গণ্য করে। সম্মতি ছাড়া বিবাহের কোন অস্তিত্ব নেই।

একজন যাজক বা পরিসেবক বিবাহ সাক্রামেন্ত প্রদান করতে পারেন। তিনি খ্রিষ্টমন্ডলীর নামে স্বামী-স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করেন এবং মন্ডলীর আশীর্বাদ প্রদান করেন। বিবাহিত জীবনে অবশ্যই স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের নিকট আজীবন বিশ্বস্ত থাকবে। বিবাহিত জীবনে অনেক সময় বিভিন্ন ছোটখাটো কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি, মনোমালিন্য, রাগ, মান-অভিমান ইত্যাদির সৃষ্টি হয়। আর এগুলো হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বিবাহ সাক্রামেন্ত

কিন্তু যখনই এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে তখনই সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে মিলন সাধন করতে হবে। বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের মাধ্যমে স্বামী–স্ত্রী ঈশ্বরের কাছ থেকে যে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ পায় তা সারা জীবন তাদের আলোকিত করে রাখে। এই অনুগ্রহই তাদের দাম্পত্য জীবনের প্রধান পাথেয়।

সাক্রামেন্ত অনুসারে চলার উপায়

১। প্রভু যীশু খ্রিষ্টকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা
২। মণ্ডলীর নিয়মনীতি মেনে চলা
৩। নিয়মিত ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা
৪। নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া ও সাক্রামেন্তগুলো গ্রহণ করা
৫। পবিত্র জীবন যাপন করা ও মন্দতার পথ ত্যাগ করা

কী শিখলাম

ক) রোগীলেপন সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে একজন রোগী ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করে। রোগী তার মনের শক্তি, সাহস ও সান্ত্বনা লাভ করে এবং নিজেকে ভালো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে।
খ) যাজকীয় জীবন হলো জীবনের একটি বিশেষ আহ্বান। এই সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে যাজকগণ পৃথিবীতে অপর খ্রিষ্ট হয়ে খ্রিষ্টের কাজ চালিয়ে নিয়ে যান।
গ) বিবাহ ঈশ্বরের একটি বিশেষ আহ্বান। বিবাহ সাক্রামেন্তের জন্য প্রার্থীর সম্মতি যাচাই করা একান্তই আবশ্যক। এটি একটি চিরন্তন সন্ধি যা কখন ভেঙ্গে যাবে না।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) যীশু রোগীদের সুস্থ করার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন প্রতিষ্ঠিত .... উপর।
খ) রোগীলেপন সাক্রামেন্তের অপর নাম .... ।
গ) যাজকত্ব............. আনয়নে সক্ষম।
ঘ) বিশপদের সেবাকর্মের দায়িত্ব অধীনস্থ শ্রেণির .... উপর প্রদান করা হয়েছে।
ঙ) বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের পূর্বে অবশ্যই .... প্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) তেল হচ্ছে প্রাচুর্য ও	ক) সত্যিকারে যাজক।
খ) রোগীলেপন তেল	খ) প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন।
গ) বিশ্বাসীদের গোটা সমাজই	গ) একটি পবিত্র বন্ধন।
ঘ) বিবাহ বন্ধন হলো	ঘ) আনন্দের চিহ্ন।
ঙ) ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর নিজের	ঙ) রোগীদের কপালে ও হাতে লেপন করা হয়।
	চ) মিলনের জন্য স্থাপিত হয়েছে।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ কাদের জন্য মণ্ডলী রোগীলেপন সাক্রামেন্তের ব্যবস্থা করেছেন?

ক) সবার জন্য খ) শিশুদের জন্য

গ) রোগীদের জন্য ঘ) বয়স্কদের জন্য

৩.২ কখন থেকে রোগীকে তেল লেপন করার প্রথা প্রচলিত হয়?

ক) প্রাচীনকাল থেকে খ) প্রাচ্য মধ্যযুগ থেকে

গ) মধ্যযুগ থেকে ঘ) বর্তমান যুগ থেকে

৩.৩ কোন গোষ্ঠীকে ঈশ্বর উপাসনা অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য বেছে নিয়েছিলেন?

ক) যুদা গোষ্ঠী খ) লেবি গোষ্ঠী

গ) যাকোবের গোষ্ঠী ঘ) বেঞ্জামিনের গোষ্ঠী

৩.৪ বিশপদের সেবাকর্মের দায়িত্ব কার উপর ন্যস্ত?

ক) যাজকের খ) সেবকের

গ) ডিকনের ঘ) পরিসেবকের

৩.৫ মানুষের মৌলিক ও জন্মগত আহ্বান কী?

ক) ভালোবাসা খ) হিংসা

গ) ঘৃণা ঘ) রাগ

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) কে রোগী লেপন সাক্রামেন্ত প্রদান করতে পারে?

খ) একজন যাজকের প্রধান কাজ কী?

গ) বিবাহ সাক্রামেন্ত গ্রহণের পূর্বে কোন জিনিসটি যাচাই করা আবশ্যক?

ঘ) বিবাহ সাক্রামেন্ত কারা প্রদান করতে পারে।

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) রোগীলেপন সাক্রামেন্তের প্রধান কাজ কী ব্যাখ্যা কর।

খ) যাজকবরণ সাক্রামেন্তের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ) বিবাহ সাক্রামেন্ত সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?

দ্বাদশ অধ্যায়

রুথ

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নারীর জীবনী আমরা দেখতে পাই। তাঁরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে অটল ছিলেন ও পবিত্র জীবন যাপন করেছেন। এমন একজন বিশেষ নারী চরিত্র হলেন রুথ। তিনি একজন অতি সাধারণ মেয়ে হয়েও অসাধারণ হয়ে উঠেছিলেন। পারিবারিক জীবনকে তিনি আমাদের সামনে আকর্ষণীয় ও অনুকরণীয় করে তুলেছেন। এভাবে তিনি আমাদের সামনে চির জীবন্ত হয়ে রয়েছেন। আমরা রুথের জীবনী জানার মাধ্যমে আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে আরও অর্থপূর্ণ ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারব।

রুথের (রুতের) পরিচয়

রুথ অর্থ হলো সঙ্গী বা বন্ধু। রুথ হলেন একজন মোয়াবী (মোয়াবীয়া) কন্যা। তাঁর স্বামী ছিলেন কিলিয়োন। তাঁর শ্বশুর ও শাশুড়ি হলেনঃ এলিমেলেখ (ইলিমেলক) ও নয়েমী (নয়মী)। মোয়াব দেশে ছিল তাঁর বসবাস।

ইস্রায়েল দেশে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। সে সময় যুদা (যিহূদা) প্রদেশের বেথলেথেম (বৈৎলেহেম) শহরে বাস করতেন এলিমেলেখ এবং তাঁর স্ত্রী নয়েমী। তাঁদের দুইজন ছেলে ছিল। নাম ছিল মাহলোন (মহলোন) ও কিলিয়োন। বেথলেহেমে অনেক অভাব ছিল। সে কারণে স্ত্রী ও পুত্রদের নিয়ে এলিমেলেখ মোয়াব দেশে গেলেন। এই স্থানটি ছিল বেশ সমতল। অন্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে ভালো ফসল হতো। তাই তাঁরা এখানে এসে বাস করতে লাগলেন। সুখেই কাটছিল তাঁদের দিনগুলো। কিন্তু তাদের সুখের দিনগুলো বেশি দিন স্থায়ী হলো না। হঠাৎ একদিন এলিমেলেখ মারা গেলেন। দুই ছেলেকে নিয়ে বিধবা হলেন নয়েমী। ধীরে ধীরে মাহলোন ও কিলিয়োন বড় হতে লাগলেন। তারপর পরিণত বয়সে দুই ভাই দুইজন মোয়াবী যুবতীকে বিয়ে করলেন। বড় ভাই মাহলোনের স্ত্রী হলেন অর্পা। আর ছোট ভাই কিলিয়নের স্ত্রী হয়ে আসলেন রুথ। নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে তাঁরা জীবন শুরু করলেন। কিন্তু এবারেও তাদের সুখের দিনগুলো বেশিদিন স্থায়ী হলো না। হঠাৎ করেই পর পর দুই ভাই মাহলোন ও কিলিয়োন মারা গেলেন। স্বামীহারা নয়েমী এবার হলেন পুত্রহারা মা। অর্পা ও রুথ অতি অল্প বয়সে হলেন বিধবা। দিশেহারা নয়েমী এবার মোয়াব ছেড়ে বেথলেহেমে ফিরে যেতে চাইলেন।

দুই পুত্রবধূ অর্পা ও রূথকে বললেন তাদের নিজ বাড়িতে ফিরে গিয়ে নতুন করে সংসার করতে। নয়েমীকে ছেড়ে যেতে প্রথমে তাঁরা রাজী হলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্পা নিজ মা–বাবার বাড়িতে চলে গেলেন। কিন্তু রূথ কিছুতেই তাঁর শাশুড়িকে ছেড়ে গেলেন না।

রূথের শাশুড়ি নয়েমী ও রূথ

পারিবারিক জীবনে রূথের বিশ্বস্ততা

নয়েমী বেথলেহেমে যাবার জন্য তৈরি হলেন। তিনি আবারও রূথকে নিজ দেশে ফিরে যেতে বললেন। অর্পাকে দেখিয়ে তিনি রূথকে বললেন: "ওই দেখ, তোমার বড় জা তার নিজের লোকদের কাছে আর তার আপন দেবতাদের কাছে ফিরে গেল। তুমিও তোমার

জায়ের মতো ফিরেই যাও।" কিন্তু রূথ কিছুতেই নয়েমীকে ছেড়ে যেতে রাজী হলেন না। রূথ তাঁকে উত্তর দিলেন: "তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব। তুমি যেখানে রাত কাটাবে আমিও সেখানে রাত কাটাব। তোমার জাতির মানুষ হবে আমারই জাতির মানুষ। তোমার ঈশ্বর হবেন আমার আপন ঈশ্বর। তুমি যেখানে মরবে আমিও সেখানেই মরব। মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোন কিছুই তোমা থেকে আমাকে আলাদা করতে পারবে না।" রূথ তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলেন। শেষ পর্যন্ত নয়েমী তাঁকে সঙ্গে নিয়েই বেথলেহেমে গেলেন। দীর্ঘ পথ হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন।

বেথলেহেমে তখন ছিল ফসল কাটার সময়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে রূথ নয়েমীর আত্মীয় বোয়াজের (বোয়সের) ক্ষেতে শস্য কুড়াতে গেলেন। বোয়াজ তাঁর প্রতি সদয় ছিলেন। নয়েমীর নির্দেশ মতো রূথ আর অন্য কোথাও শস্য কুড়াতে গেলেন না। কারণ বোয়াজ ছিলেন রূথের স্বামীর পক্ষের আত্মীয়। নয়েমীর ইচ্ছা ও তাঁদের পারিবারিক নিয়ম অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত বোয়াজের সাথে রূথের বিয়ে হয়।

এরপর রূথ ও বোয়াজের ঘরে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তাঁর নাম হলো ওবেদ। ওবেদের ছেলে ছিলেন জেসে (যেশী)। জেসের ছেলে ছিলেন রাজা দাউদ। আমরা জানি, মারীয়ার স্বামী যোসেফ ছিলেন দাউদ বংশেরই মানুষ। আমাদের মুক্তিদাতাকে 'দাউদ-সন্তান যীশু' নামে ডাকা হতো, কারণ তাঁর জন্ম হয়েছিল দাউদেরই বংশে।

রূথ সম্পর্কে উপরের বর্ণনা থেকে আমরা পারিবারিক জীবনে রূথের বিশ্বস্ততার পরিচয় পাই, যেমন:

১। নিজের স্বামী ও শাশুড়ির প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা;
২। নিজের সবকিছু ছেড়ে শাশুড়ির দায়িত্ব পালন করেছেন;
৩। তিনি শাশুড়ির বাধ্য ছিলেন। শাশুড়ি তাঁকে যা করতে বলেছেন তিনি তাই করেছেন;
৪। বংশ রক্ষা করতে বোয়াজকে বিয়ে করেছেন;
৫। নিজে কষ্টস্বীকার করেও সকল পারিবারিক দায়িত্ব পালন করেছেন;
৬। নিজের সুখের চেয়ে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে গুরুত্ব দিয়েছেন।

ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে রূথের অটলতা

কিলিয়নের সাথে বিয়ের আগে রূথ অন্য দেবদেবীকে বিশ্বাস করতেন। বিয়ের পর তিনি এক ঈশ্বরের পরিচয় পান। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর ছিল অটল বিশ্বাস। তাঁর স্বামী মারা গেলেও, নিজের সুখের জন্য তিনি ঈশ্বরকে ত্যাগ করেন নি। বরং তিনি তাঁর শাশুড়িকে বলেছেন:

"তোমার ঈশ্বরই হবেন আমার ঈশ্বর।" এতে ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস প্রকাশ পায়। জীবনের কোন দুঃখ কষ্টই ঈশ্বরের প্রতি তাঁর বিশ্বাসকে টলাতে পারে নি। ঈশ্বরের উপর গভীর বিশ্বাস ছিল বলেই তিনি নিজের দেশ, ধর্ম, আত্মীয়স্বজন সবকিছুই ত্যাগ করতে পেরেছিলেন।

সত্য ঈশ্বরের পরিচয় পাবার পর রুথ সব সময় ঈশ্বরের পথে বিশ্বস্ত থেকেছেন। পারিবারিক দায়িত্ব পালনের মতো ঈশ্বরের প্রতিও তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। রুথকে নিয়ে ঈশ্বরের একটি মহান পরিকল্পনা ছিল। ঈশ্বর চেয়েছিলেন রুথের জীবন যুগ যুগ ধরে একটি পথ দেখানো তারার মতো কাজ করুক। রুথ তখন তা বুঝতে না পারলেও ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছিলেন। মানুষকে পাপমুক্ত করার জন্য ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠাবেন। এই পুত্রকে দাউদ বংশে জন্মাতে হবে। রুথের মধ্য দিয়েই সেই পথ সুগম হলো। কারণ আমরা দেখেছি যে, মুক্তিদাতা যীশু রাজা দাউদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দাউদের ঠাকুরমা ছিলেন রুথ।

ঈশ্বরের পথে বিশ্বস্ত থাকা

ঈশ্বরের প্রতি বিশস্ত হওয়া আমাদেরও একান্ত প্রয়োজন। নিম্নলিখিত কাজগুলো করলে রুথের মতো আমরাও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হতে পারব:

১। রুথের জীবনী জানা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা;
২। রুথের মতো করে ঈশ্বরের পথে বিশ্বস্ত থাকা;
৩। রুথের মতো করে সর্বদা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে চলা;
৪। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে শক্তি চাওয়া।

কী শিখলাম

রুথ তার নিজের সুখসুবিধার কথা চিন্তা না করে শাশুড়ির সাথে থেকে পারিবারিক জীবনের প্রতি বিশ্বস্ত হয়েছেন। ঈশ্বরের প্রতি তিনি গভীর বিশ্বাসী ছিলেন। ঈশ্বর রুথের মধ্য দিয়ে একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন।

পরিকল্পিত কাজ

১। পরিবারের জন্য তুমি কীভাবে স্বার্থত্যাগ কর, তা লেখ ও দলে সহভাগিতা কর।
২। কী কী ভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে অটল থাকা যায়, তার একটা তালিকা তৈরি কর।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) রুথের শ্বশুরের নাম হলো------------।

খ) রুথের শ্বশুর শাশুড়ি ------------- থেকে মোয়াব দেশে এসেছিলেন ।

গ) নিজের স্বামী ও শাশুড়ির প্রতি রুথের ছিল গভীর ---------ও শ্রদ্ধা ।

ঘ) বেঁচে থাকার প্রয়োজনে রুথ ------- কুড়াতে গেল।

ঙ) বোয়াজকে রুথ বিয়ে করেছিলেন ---------রক্ষার জন্য।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) রুথ তাঁর শাশুড়িকে বলেছেন:	ক) রুথ সব সময় ঈশ্বরের পথে বিশ্বস্ত থেকেছেন ।
খ) কিলিয়নের সাথে বিয়ের আগে রুথ	খ) এবং দাউদের ঠাকুরমা ছিলেন রুথ।
গ) সত্য ঈশ্বরের পরিচয় পাবার পর	গ) "তোমার ঈশ্বরই হবেন আমার ঈশ্বর।"
ঘ) রুথ নিজের সুখের চেয়ে	ঘ) রাজা দাউদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
ঙ) মুক্তিদাতা যীশু রাজা দাউদের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন	ঙ) পারিবারিক দায়িত্ব পালনে গুরুত্ব দিয়েছেন।
	চ) অন্য দেবদেবীকে বিশ্বাস করতেন ।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ এলিমেলেখ এবং তাঁর স্ত্রী নয়েমী কী কারণে বেথলেহেম ত্যাগ করেছিলেন?

(ক) যুদ্ধ (খ) খরা ও বন্যা

(গ) নিরাপত্তাহীনতা (ঘ) দুর্ভিক্ষ

৩.২ এলিমেলেখ এবং নয়েমীর কয়জন ছেলে ছিল ?

(ক) একজন (খ) দুইজন

(গ) তিনজন (ঘ) চারজন

৩.৩ মাহলোন কে ছিলেন ?

(ক) অর্পার স্বামী (খ) রুথের ছোট ভাই

(গ) রুথের স্বামী (ঘ) কিলিয়নের ছোট ভাই।

৩.৪ সম্পর্কে রুথ নয়েমীর কী হন ?

(ক) দিদিমা (খ) ঠাকুরমা

(গ) মা (ঘ) বৌমা

৩.৫ রুথের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের কোন পরিকল্পনা সুগম হলো ?

(ক) দাউদ রাজার জন্মের পরিকল্পনা (খ) বোয়াজের বিয়ের পরিকল্পনা

(গ) মুক্তি পরিকল্পনা (ঘ) রুথের বিয়ের পরিকল্পনা ।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) রুথ কোন দেশের নারী ছিলেন ?

খ) রুথের স্বামীর নাম কী?

গ) স্বামীর মৃত্যুর পর রুথ কী করেছিলেন?

ঘ) রুথের বড় জা তার স্বামীর মৃত্যুর পর কী করেছিলেন?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) রুথের পরিচয় দাও।

খ) পারিবারিক জীবনে রুথের বিশ্বস্ততার বর্ণনা দাও ।

গ) ঈশ্বরের প্রতি রুথের অটল বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততার বিবরণ দাও।

ঘ) রুথের কাছ থেকে তুমি কী শিক্ষা নিতে পার?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নেলসন ম্যান্ডেলা

আমরা অনেকেই আগে নেলসন ম্যান্ডেলার নাম শুনেছি। তিনি একজন মহান ও উদার মনের মানুষ ছিলেন। জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তিনি রাজনৈতিক ও সংগ্রামী নেতা হিসেবে আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছেন। ১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সকাই শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। খোসা ছিল একটি আফ্রিকান ভাষা। এই ভাষায় ম্যান্ডেলার নাম ছিল "রোলিলালা" যার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে গাছের ডাল টেনে নিচে নামান। কিন্তু এই নামের গভীর তাৎপর্য হচ্ছে "গোলযোগ সৃষ্টিকারী"।

নেলসন ম্যান্ডেলা

ম্যান্ডেলার বাবা গাডলা হেনরী ম্যান্ডেলা থেম্বু উপজাতি-গোষ্ঠীর প্রধান পরামর্শক ছিলেন। তাঁর মাতা নকাফি নসেকেনী ছিলেন একজন শান্ত এবং সরল প্রকৃতির মহিলা। ট্রান্সকাইতে নেলসন ম্যান্ডেলা কৃষিকাজ এবং গবাদি পশুপালন করে শৈশব অতিবাহিত করেন। রাতে তিনি আগুনের পাশে বসে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কাছ থেকে আফ্রিকানদের বীরত্বের গল্প-কাহিনী শুনতেন।

নেলসনের বয়স যখন মাত্র নয় বছর তখন তাঁর বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর তিনি কয়েক বছর তাঁদের গোষ্ঠী প্রধানের অভিজাত বাড়িতে বসবাস করেন। সেখানে তার প্রিয় কাজ ছিল বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যেকার বিরোধ মীমাংসার জন্য সর্বোচ্চ গোষ্ঠী প্রধানের বিচারকার্য পর্যবেক্ষণ করা। একাজ করতে করতেই তিনি মনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তিনি একদিন নিজের যোগ্যতা বিচারের জন্য আইনজীবী হবেন।

নেলসন ম্যান্ডেলা মেথোডিস্ট হাইস্কুলে অধ্যয়ন শেষ করে পূর্ব কেইপ শহরের এলিস–এ ফোর্ট হেয়ার কলেজে ভর্তি হন। ষোল বছর বয়সে আফ্রিকান রীতি অনুসারে তিনি অন্য ২৫ জন বন্ধুর সাথে ত্বকছেদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। আফ্রিকান রীতি অনুসারে ত্বকছেদ না করা পর্যন্ত কেউ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তা গোষ্ঠীর কাজ করতে পারতো না। এই রীতি ছিল "বালকত্ব" থেকে প্রাপ্তবয়সে প্রবেশের একটি পদক্ষেপ। তাই তিনি আনন্দ সহকারে জাতীয় রীতি গ্রহণ করেন এবং নিজেকে প্রস্তুত করেন বালকত্ব থেকে প্রাপ্তবয়সের পরিচয় বহন করতে।

তাঁদের এই প্রথাগত অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা অতি দুঃখের সাথে বলেন যে, আফ্রিকায় যুবকেরা বংশানুক্রমে নিজেদের দেশে ইংরেজদের দাসত্ব করছে। কারণ তাদের জমি ইংরেজদের দখলে ছিল। এই কারণে তারা কখনোই নিজেদের পরিচালনা করার সুযোগ পেত না। তিনি আরও বলেন যে, এভাবেই দেশের যুবকেরা নির্বোধের মতো ইংরেজদের জন্য কাজ করতে করতে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এই কথাগুলোর অর্থ ম্যান্ডেলা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেন নি। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষালাভ, আফ্রিকান পরিবেশের সাথে তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং অন্যায় অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে তিনি কথাগুলোর অর্থ যথার্থভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করেন যে, ইংরেজদের দ্বারা তার স্ব–জাতির অবহেলা, অন্যায়, অত্যাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়াবেন এবং তাদেরকে বন্দীত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন।

কারাগারে বন্দী জীবন এবং সাফল্য

"আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস" (এএনসি)তে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে এএনসি যুব লীগ গঠন করতে তিনি সাহায্য করেন। এর দ্বারাই প্রথম তাঁরা ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে দেশদ্রোহিতার দায়ে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৬০ থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ম্যান্ডেলা এএনসি পরিচালনা করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে তিনি আবার দেশদ্রোহিতার দায়ে বন্দী হন এবং পাঁচ বছরের জন্য কারাবন্দী থাকেন। পুনরায় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। দীর্ঘ ২৭ বছরের 'কারাভোগ' ইংরেজদের বর্ণবাদী মনোভাবের প্রতি তার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অবশেষে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট এফ. ডব্লিও ডি' কার্ক ফেব্রুয়ারি মাসে এএনসি–র উপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা তুলে নিয়ে নেলসন ম্যান্ডেলাকে কারামুক্ত করে দেন।

প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলা

নেলসন ম্যান্ডেলার মুক্তি দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিগত বৈষম্যের অবসানের চিহ্ন হিসাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। আফ্রিকান সরকারের সংবিধানে যে সমস্ত আইন জাতিগত বৈষম্যের সৃষ্টি করেছিল তা তিনি তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে বাতিল করেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশ্ব শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম নিগ্রো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল নির্যাতিত নিগ্রোদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি আনয়ন করা। এভাবে তাদের মর্যাদা দান ও উন্নয়নে সহায়তা করে সকলের মধ্যে সমতা স্থাপন করা। এছাড়া জাতিগত বৈষম্য দূর করে একটি সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। আজও নেলসন ম্যান্ডেলা অনেকের অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি বর্তমান জগতে মানবাধিকার আন্দোলনের শক্তির অন্যতম উৎস। তাঁর ব্যক্তিত্ব মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। এর মাধ্যমে তিনি হয়েছেন নিরাশার মধ্যে আশার আলো। তিনি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অত্যাচারের জগতে ভালোবাসার চিহ্ন।

নেলসন ম্যান্ডেলা সময়-নিষ্ঠার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সকালে সাড়ে চারটার সময় ঘুম থেকে জাগা তাঁর চিরজীবনের অভ্যাস। প্রতিদিন তিনি ১২ ঘণ্টা করে কাজ করেন এবং অনিয়মের প্রতি প্রবল ঘৃণা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "সর্বত্রই আমি নির্দিষ্ট সময়ের পনের মিনিট পূর্বে উপস্থিত থেকেছি আর এটা আমাকে একজন ভিন্ন মানুষে পরিণত করেছে।"

কী শিখলাম

অত্যাচার ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে জন্মেও নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁর জাতিকে জাতিগত বৈষম্যের হাত থেকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর নিরলস পরিশ্রম, মেধা ও প্রচেষ্টার কারণে নিগ্রোদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগের দ্বার খুলে গেছে। তিনি আজ বিভিন্ন মানুষ ও সংগঠনের সাথে মানবাধিকার আন্দোলন, মানব মর্যাদা এবং সম-অধিকারের মূর্ত প্রতীক হয়ে আছেন।

পরিকল্পিত কাজ
নেলসন ম্যান্ডেলার জীবন থেকে দশটি শিক্ষার নাম লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) নেলসন ম্যান্ডেলা .... সালে জন্ম গ্রহণ করেন।
খ) ঝোসা ভাষায় ম্যান্ডেলার নাম ছিল ....।
গ) ম্যান্ডেলা .... বছর জেলে ছিলেন।
ঘ) ম্যান্ডেলার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় .... খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকান সরকার সংবিধানের বৈষম্য বাতিল করেন।
ঙ) সর্বত্রই আমি নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে .... মিনিট পূর্বে উপস্থিত থেকেছি।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) ঝোসা ছিল	ক) অধ্যয়ন শেষ করেন।
খ) রোলিলালার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে	খ) তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।
গ) নেলসন ম্যান্ডেলা মেথোডিস্ট হাইস্কুলে	গ) মুক্তি দেওয়া হয়।
ঘ) নেলসনের বয়স যখন নয় বছর	ঘ) গাছের ডাল টেনে নিচে নামানো।
ঙ) ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে	ঙ) একটি আফ্রিকান ভাষা।
	চ) তখন তার বাবা মারা যান।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ ম্যান্ডেলার পিতার নাম কী ছিল?

(ক) নোসিকেনী (খ) ঝোসা
(গ) হেনরী ম্যান্ডেল (ঘ) গাডলা হেনরী ম্যান্ডেলা

৩.২ কত বৎসর বয়সে নেলসন ম্যান্ডেলার ত্বকচ্ছেদ করা হয়।

(ক) ১৫ বছর (খ) ১৬ বছর
(গ) ১৭ বছর (ঘ) ১৮ বছর

৩.৩ কত খ্রিস্টাব্দে নেলসন ম্যান্ডেলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়?

(ক) ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে

৩.৪ নেলসন ম্যান্ডেলা কত খ্রিস্টাব্দে কারামুক্ত হন।

(ক) ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে

(গ) ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে

৩.৫ নেলসন ম্যান্ডেলা দিনে কত ঘণ্টা কাজ করেন।

(ক) ৮ ঘণ্টা (খ) ১০ ঘণ্টা

(গ) ১২ ঘণ্টা (ঘ) ১৪ ঘণ্টা।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) নেলসন কোন শহরে জন্মগ্রহণ করেন?

খ) ত্বকচ্ছেদ কিসের বহিপ্রকাশ?

গ) নেলসন ম্যান্ডেলা কত বছর কারাভোগ করেন?

ঘ) ম্যান্ডেলা কত খ্রিস্টাব্দে নোবেল শান্তি পুরস্কার পান?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) নেলসন ম্যান্ডেলার বাল্য জীবন সম্পর্কে লেখ।

খ) প্রথম নিগ্রো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর তার প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?

চতুর্দশ অধ্যায়

শেষ বিচার

পৃথিবীতে আমরা এসেছি ঈশ্বরের ইচ্ছায়। যেদিন তিনি চাইবেন সেদিন আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমাদের নিয়ে ঈশ্বরের একটা পরিকল্পনা আছে। ঈশ্বর চান আমরা যেন তাঁর পরিকল্পনা জানি ও তাঁর দেখানো পথে চলি। পবিত্র বাইবেলের মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের সামনে তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁর পুত্র যীশু খ্রিস্ট হলেন আমাদের সামনে তাঁর দেখানো পথ। প্রভু যীশুর পথ অনুসরণ করে চললে আমরা শেষ বিচারে অনন্ত পুরস্কার লাভ করব।

শেষ বিচারের অর্থ

যুগের শেষ দিনে ঈশ্বর সারা পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষ ও দেবদূতদের বিচার করবেন। তিনি ভালো ও মন্দ কাজের ভিত্তিতে বিচার করে যে রায় দিবেন সেটাকেই শেষ বিচার বলা হয়। সেই বিচারেই প্রত্যেক ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারিত হবে। সেদিন ঠিক হবে কে যাবে স্বর্গে ও কে যাবে নরকে। চারটি মঙ্গলসমাচারে, বিশেষত মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে এই কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, শেষ দিনে সকল মানুষ পুনরুত্থান করবে। তখন খ্রিস্ট সকল স্বর্গদূতদের সাথে নিয়ে আবার এই পৃথিবীতে আসবেন। তিনিই সকল মানুষের বিচার করবেন। তাঁর বিচারে যারা পুরস্কার পাবার যোগ্য তিনি তাদের পুরস্কার দিবেন। কিন্তু যারা শাস্তি পাবার যোগ্য তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

শেষ বিচারের মানদণ্ড

ঈশ্বর সারা পৃথিবীর সকল মানুষ ও দেবদূতদের বিচার করবেন। তিনি এই বিচারের ভার দিবেন তাঁর পুত্র যীশু খ্রিস্টের হাতে। যীশু খ্রিস্ট মানুষের বিচার করবেন মানুষেরই নিজ নিজ জীবন অর্থাৎ কে কী রকম কাজ করেছে সেই অনুসারে। প্রত্যাদেশ গ্রন্থে বলা হয়েছে: "আরও দেখলাম, বেশ বড় একটা সাদা সিংহাসন, আর সেই সিংহাসনে যিনি বসে আছেন, তাঁকেও। পৃথিবী ও আকাশ তাঁর সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে গেল; কোন চিহ্নই রইল না তাদের। তারপর আমি দেখতে পেলাম, সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যত মৃত মানুষ, ছোট বড় সকলেই। সেই সময়ে কয়েকটি গ্রন্থ খোলা হলো; শেষে খোলা হলো আর একটি গ্রন্থ: সেটি হলো জীবনগ্রন্থ। মৃতেরা জীবনে যা–যা করেছে, এই সম্বন্ধে ওই

গ্রন্থ গুলোতে যা-কিছু লেখা ছিল, সেই অনুসারেই তখন তাদের বিচার করা হলো" (প্রত্যাদেশ ২০:১১-১২)।

মৃত্যুর পরে ছোটবড় সকল মানুষকেই বিচারের জন্য যীশুর সামনে হাজির হতে হবে।

শেষ বিচার

ভ্রাতৃপ্রেমের মানদণ্ডে যীশু খ্রিষ্ট আমাদের বিচার করবেন। জীবনকালে মানুষ যেসব ভালো বা মন্দ কাজ করেছে তা সবই জীবনগ্রন্থে লেখা হচ্ছে। সেই অনুসারে মানুষের পুরস্কার বা শাস্তি হবে। মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে বলা হয়েছে যে, শেষ বিচারের দিনে মানব

পুত্র অর্থাৎ যীশু খ্রিস্ট সকল মানুষকে দুইভাগে ভাগ করবেন। মেষ ও ছাগ যেভাবে আলাদা করা হয় সেভাবে সব মানুষকে ভাগ করা হবে। যারা দীনদুঃখী ও অবহেলিত মানুষদের সেবা করেছে তাদেরকে তুলনা করা হবে মেষের সাথে। তাদেরকে বসানো হবে ডান দিকে, অর্থাৎ সম্মানজনক স্থানে। যারা দীনদুঃখী ও অবহেলিত মানুষদেরকে সেবা করে নি তাদেরকে তুলনা করা হয়েছে ছাগদের সাথে। তাদেরকে বসানো হবে বাম দিকে। পরে ডানদিকের মানুষদেরকে খ্রিস্ট প্রশংসা করবেন ও তাদেরকে স্বর্গে পাঠাবেন। সেখানে তারা ঈশ্বরের সাথে চিরসুখের স্থানে বাস করবে। কিন্তু বামদিকের মানুষদেরকে তিনি তিরস্কার করবেন ও পাঠাবেন নরকে। সেখানে তারা শয়তানের সঙ্গে চিরদিন কষ্টভোগ করতে থাকবে। যেসব দেবদূতদেরা পাপ করেছেন, শেষ বিচারের দিনে তাঁদেরও বিচার করা হবে। এই ব্যাপারে সাধু পিতরের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে: "যে–সমস্ত স্বর্গদূত পাপ করেছিলেন, পরমেশ্বর তো তাঁদের রেহাই দেন নি। তিনি তো তাঁদের নরকের গভীরে ঠেলে দিয়ে সেখানে তমসাময় যত গর্তের মধ্যেই তাঁদের ফেলে রেখেছেন। তাঁদের একদিন বিচার করা হবে বলে তাঁদের সেখানে বন্দী রাখাই হবে" (২পিতর ২:৪)।

শেষ বিচারের জন্য প্রস্তুতি

আমরা চাই বা না চাই শেষ বিচারে আমাদের হাজির হতেই হবে। এটি কেউ এড়িয়ে যেতে পারবে না। সেজন্যে আমাদের সকলকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। এই প্রস্তুতির সময় শুরু হয় আমাদের দীক্ষাগ্রহণের সময় থেকে এবং চলতে থাকবে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করে আমরা শেষ বিচারের জন্য প্রস্তুত হতে পারব।

১। সকালে ঘুম থেকে জেগে প্রাতকালীন প্রার্থনা করা। সারাদিন ভালো থাকার জন্য প্রতিজ্ঞা করা। ঈশ্বরের কাছে শক্তি চাওয়া যেন সারাদিন ভালোপথে চলতে পারি।

২। নিজের কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে করা।

৩। দিনে যতদূর সম্ভব কিছু ভালো কাজ যেমন, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান, তৃষ্ণার্তকে জল দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীদের সেবা ইত্যাদি কাজ করা।

৪। দিনে অন্তত একবার পবিত্র বাইবেল থেকে একটু অংশ পাঠ করা।

৫। পরিবারের সকলকে নিয়ে সান্ধ্য প্রার্থনা করা। সকলকে যে দিন পাওয়া না যায় সেদিন একাই প্রার্থনা করা।

৬। রাতে ঘুমাবার আগে বিবেক পরীক্ষা করা। দিনে কোন ব্যর্থতা বা কোন পাপ করে থাকলে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া। আগামী দিন যেন

আর পাপ না হয় সেজন্য প্রতিজ্ঞা করা ও ঈশ্বরের কাছে শক্তি চাওয়া।
যীশু আমাদের বন্ধু। তিনি আমাদের সকলকে স্বর্গে যাওয়ার পথ দেখানোর জন্য পৃথিবীতে এসেছেন। আমরা তাঁর পথে চললে অর্থাৎ তাঁর পরামর্শ অনুসারে জীবন যাপন করলে শেষ বিচারে পুরস্কার পাব।

গান গাই

যা–কিছু তুমি করেছ অবহেলিত ভাইয়ের প্রতি
করেছ তা আমার প্রতি (৪)।
খাদ্য দিয়েছ আমায় তুমি ক্ষুধিত যখন ছিলেম আমি
তৃষিত যখন ছিলেম আমি তৃষ্ণা মিটালে আমায় তুমি।

কী শিখলাম

শেষ বিচারের সময় ভালো কাজের জন্য পুরস্কার হিসাবে স্বর্গে পাঠান হবে। মন্দ কাজের জন্য শাস্তি হিসাবে নরকে পাঠান হবে। শেষ বিচারের জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ ভালো পথে চলার উপায়ও জানতে পারলাম।

পরিকল্পিত কাজ

শেষ বিচারের পাঁচটি মানদণ্ড লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) আমাদের নিয়ে ঈশ্বরের একটা ------ আছে।
খ) তাঁর পুত্র যীশু খ্রিষ্ট হলেন আমাদের সামনে তাঁর --------- পথ।
গ) ঈশ্বর সারা পৃথিবীর সকল মানুষ ও --------- বিচার করেন।
ঘ) শেষ বিচারের দিনে মানবপুত্র অর্থাৎ -------- সকল মানুষকে দুইভাগে ভাগ করেন।
ঙ) দিনে অন্তত একবার পবিত্র ----------থেকে একটু অংশ পাঠ করা।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) যারা শাস্তি পাবার যোগ্য	ক) পাঠাবেন নরকে।
খ) যারা দীনদুঃখী অবহেলিত মানুষদেরকে সেবা করে নি	খ) আমাদের হাজির হতেই হবে।
গ) বামদিকের মানুষদেরকে তিনি তিরস্কার করেন ও	গ) সূর্যের মতোই দীপ্তিমান হয়েই উঠবে।
ঘ) আমরা চাই বা না চাই কোন শেষ বিচারে	ঘ) প্রস্তুত হতে পারবে।
ঙ) সেদিন ধার্মিকেরা তাদের পিতার সেই রাজ্যে	ঙ) তাদেরকে শাস্তি দিবেন।
	চ) তাদেরকে তুলনা করা হয়েছে ছাগদের সাথে।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঈশ্বর কখন পৃথিবীর সকল জাতির সকল মানুষ ও দেবদূতদের বিচার করবেন?

(ক) মৃত্যুর দিন (খ) যুগের শেষ দিন

(গ) প্রত্যেক দিন (ঘ) প্রত্যেক মুহূর্তে

৩.২ কার অনুসরণ করে আমরা শেষ বিচারে অনন্ত পুরস্কার লাভ করব?

(ক) প্রভুর যীশুর (খ) স্বর্গদূতদের

(গ) কুমারী মারীয়ার (ঘ) ধার্মিকদের

৩.৩ মৃত্যুর পর সব মানুষকেই কিসের জন্য যীশুর সামনে হাজির হতে হবে?

(ক) পুরস্কার পাবার জন্য (খ) বিচারের জন্য

(গ) ক্ষমা পাবার জন্য (ঘ) অনুতপ্ত হবার জন্য

৩.৪ যেসব দেবদূতেরা পাপ করেছে শেষ দিনে কী করা হবে?

(ক) ক্ষমা করা (খ) বিচার করা

(গ) বন্দী করা (ঘ) রক্ষা করা

৩.৫ শেষ বিচারের প্রস্তুতির জন্য কী করতে পারি?

(ক) প্রার্থনা করতে পারি (খ) ঘুমাতে পারি

(গ) আমোদ প্রমোদ করতে পারি (ঘ) খেলাধুলা করতে পারি।

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) পরিবারের সবাইকে নিয়ে কী করতে পারি?

খ) সবসময় ভালো থাকার জন্য কী করবে?

গ) মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে মানুষকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ঘ) শেষ বিচার সম্পর্কে সাধু পিতরের ধর্মগ্রন্থে কী বলা হয়েছে?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) শেষ বিচারের জন্য কী কী উপায়ে প্রস্তুতি নিতে পার উল্লেখ কর?

খ) কীভাবে শেষ বিচারের মানদন্ড নিরূপন করা হবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতিবছর এদেশে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে থাকে। এসবের মধ্যে অন্যতম হলো টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়। এগুলো কোন কোন সময় এত ভয়াবহরূপে আঘাত হানে যে, এতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে থাকে। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় খ্রিস্টভক্ত হিসাবে আমরা আমাদের কর্তব্যগুলো জানব।

টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়

দেশের যে কোনো স্থানে ঘটতে পারে। টর্নেডোর আঘাতে বাড়িঘর, গাছপালা, ফসলাদি সব লন্ডভন্ড হয়ে যায়। ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায়। এতে অনেক মানুষ আহত ও নিহত হয়। ঘূর্ণিঝড়গুলো সাধারণত ঘটে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে, উপকূলীয় এলাকায়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সমুদ্রের পানি ফুলে অনেক উঁচু হয়ে যায়। ঝড়ো বাতাস ও পানি একত্রে আঘাত হানে। ঘরবাড়ি, গাছপালা, জমির ফসল ধ্বংস হয়ে যায়। সমুদ্রের লোনা পানিতে ডুবে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে থাকে। এসব দুর্যোগের সময় আমরা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদেরকে সহায়তা করতে পারি সেই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করব।

ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বে করণীয়

১। সহজে যোগাযোগ করা যায় এমন কয়েকটি জরুরি ফোন নম্বর সংগ্রহ করা।
২। সবচেয়ে দৃঢ় ঘর অর্থাৎ বাতাসে উড়ে যাবার সম্ভাবনা কম এমন ঘরটিকে বেছে নিয়ে সেখানে আশ্রয় নেওয়া।
৩। একটি ব্যাগে জরুরি কিছু জিনিসপত্র যেমন, প্রাথমিক চিকিৎসার কিছু সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র, টর্চ লাইট, বাড়তি ব্যাটারীসহ ছোট একটা রেডিও, মোমবাতি, দিয়াশলাই, প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও দলিলপত্র, কিছু শুকনা খাবার সংগ্রহ করা।
৪। নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করা, সবসময় টেলিভিশন বা রেডিওতে খবর শোনা ও সরকারি নির্দেশ অনুসরণ করা।
৫। ঘরের চাল যথেষ্ট শক্ত করে খুঁটির সাথে বাঁধা আছে কি না তা দেখা।
৬। বাড়ির বাইরে এখানে ওখানে কোন টিন বা এরকম কোন আলগা জিনিসপত্র যেন না থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা। কারণ সেগুলো বাতাসে উড়ে গিয়ে কারও গায়ে লেগে দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে।
৭। গরুবাছুর, হাঁসমুরগি ইত্যাদি গবাদি পশুর জন্য আগেই কোন ব্যবস্থা করে রাখা।
৮। যথেষ্ট পানি ধরে রাখা, যেন পরে খাবার পানি সরবরাহ করা না হলেও ঘরে পানির অভাব না থাকে।
৯। যথেষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা হাতে রাখা।
১০। বিদ্যুৎ ও গ্যাসের লাইন বন্ধ করে দেওয়া।
১১। ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত নিশ্চিত হলে বাড়ির সবাইকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া।

ঘূর্ণিঝড়ের সময় করণীয়

১। বাড়ির সব সদস্য যেন ঘরের ভিতরে থাকে সেদিকে লক্ষ রাখা।
২। প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হাতের কাছে রাখা।
৩। রেডিও বা টেলিভিশনের নির্দেশনা শুনতে থাকা।
৪। প্রার্থনা করতে থাকা, যেন ঈশ্বর এই বিপদ থেকে সকলকে রক্ষা করেন।

দুর্যোগে করণীয় সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় শিক্ষা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের কোন হাত নেই, একথা সত্য। কিন্তু দুর্যোগ কবলিত মানুষের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার ব্যাপারে তো কোন বাধা নেই। বরং নির্দেশনা আছে যেন মানুষ পরস্পরের সহায়তায় এগিয়ে যায়। এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি প্রতিবেশী সম্পর্কে প্রভু যীশুর শিক্ষার কথা। বিদেশি হয়ে সামারীয় (শমরীয়) যে লোকটি আহত

লোকটিকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছিল সে-ই প্রকৃত প্রতিবেশী। আমরাও যদি দুর্যোগপূর্ণ সময়ে দুর্যোগ কবলিত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসি তখন আমরা তাদের প্রতিবেশী হয়ে উঠি। কিন্তু তাদের প্রয়োজন দেখেও যদি কিছু না করি তবে আমরা খ্রিস্টীয় আচরণ করি না। এখানে আমরা আরও স্মরণ করতে পারি যীশুর সেই কথাগুলো: আমি যখন ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে খাদ্য দিয়েছ; যখন তৃষ্ণার্ত ছিলাম, আমাকে জল দিয়েছ; যখন বস্ত্রহীন ছিলাম, তখন আমাকে বস্ত্র দিয়েছ . . . । কাজেই দুর্যোগ কবলিত আশ্রয়হীন, বস্ত্রহীন, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, রোগপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো একজন খ্রিস্টানের অবশ্য করণীয়।

ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

ঘূর্ণিঝড়ের পরে করণীয়

১। ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে তা বিতরণের ব্যবস্থা করা;
২। যদি কেহ নিহত হয়ে থাকে তাদের সৎকারের ব্যবস্থা করা;
৩। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা নেওয়া;
৪। বিপন্ন মানুষদের নিরাপদ আশ্রয়স্থানে নিয়ে যাওয়া ও তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও বিশুদ্ধ পানীয়ের ব্যবস্থা করা।

কী শিখলাম

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের হাত নেই। দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মানুষের পাশে থাকা আমাদের খ্রিস্টীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পরিকল্পিত কাজ

দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে একজন খ্রিস্টভক্ত হিসেবে ব্যক্তিগত ও সমবেতভাবে কী কী করতে পার তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক ---- দেশ।

খ) ঘূর্ণিঝড়ের সময় ------ পানি ফুলে অনেক উঁচু হয়ে যায়।

গ) ঘূর্ণিঝড় সাধারণত: ঘটে দেশের ----------।

ঘ) নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার জন্য ------ করা।

ঙ) বিদ্যুৎ ও ------ লাইন বন্ধ করে দেওয়া।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) প্রতিবছর এদেশে নানারকম	ক) নগদ টাকা হাতে রাখা।
খ) টর্নেডোর আঘাতে বাড়িঘর গাছপালা	খ) নির্দেশনা শুনতে থাকা।
গ) যথেষ্ট পরিমাণ	গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে।
ঘ) রেডিও বা টেলিভিশনে	ঘ) ফসলাদি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।
ঙ) প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো	ঙ) জনগণকে যথেষ্ট সতর্ক করা হয়েছিল।
	চ) হাতের কাছে রাখা।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ ঘূর্ণিঝড়ের সময় রেডিও বা টেলিভিশনের নির্দেশনা কী করতে হবে।

(ক) মানতে হবে (খ) শুনতে হবে

(গ) বুঝতে হবে (ঘ) পালন করতে হবে

৩.২ ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে কী করতে হবে?

(ক) বিতরণ করতে হবে (খ) বিক্রি করতে হবে

(গ) জমা করে রাখতে হবে (ঘ) নিজের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে

৩.৩ দুর্যোগে আমাদের করণীয় কী?

(ক) পরস্পরকে সাহায্য করা (খ) সহভাগিতা করা

(গ) অবহেলা করা (ঘ) ঘৃণা করা

৩.৪ আহতদের জন্য কী করা দরকার?

(ক) ডাক্তার দেখানো (খ) চিকিৎসা করা

(গ) সেবা করা (ঘ) খাবার দেওয়া

৩.৫ ঘূর্ণিঝড় সাধারণত দেশের কোন অঞ্চলে ঘটে?

(ক) পূর্ব অঞ্চলে (খ) পশ্চিমাঞ্চলে

(গ) দক্ষিণাঞ্চলে (ঘ) উত্তরাঞ্চলে

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) দুর্যোগের সময় খ্রিষ্টের শিক্ষা অনুসারে কী করণীয়?

খ) ঘূর্ণিঝড়ের পরে করণীয় কী?

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে কী কী অন্যতম?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) ঘূর্ণিঝড়ের আগে আমাদের করণীয় কী কী লেখ।

খ) টর্ণেডোর সময় কী কী করবে?

দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী

সৃষ্টির শুরুতেই আমরা ঈশ্বরের কণ্ঠে শুনি সেবার সুর। সব কিছু সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর মানুষকে সব কিছুর উপর প্রভুত্ব করার তথা সবকিছু দেখাশুনা ও যত্ন করার দায়িত্ব দিলেন। এরপর আমরা দেখি, ঈশ্বর মোশীর মধ্য দিয়ে যে দশ আজ্ঞা দিয়েছেন সেই আজ্ঞাগুলোর মূলকথাটি হলো ভালোবাসা। তিনি বলেন, "প্রধান আদেশটি হলো এই: 'শোন, ইস্রায়েল: আমাদের ঈশ্বর প্রভুই একমাত্র প্রভু! আর তোমার ঈশ্বর স্বয়ং প্রভু যিনি, তাঁকে তুমি ভালোবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে আর তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে।' দ্বিতীয় প্রধান আদেশটি হলো এই: 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মতোই ভালোবাসবে'" (মার্ক ১২:২৯–৩১)।

বাংলাদেশে খ্রিষ্টমণ্ডলীর সেবাকাজসমূহ

গুরুর আদেশে শিষ্যগণ সবকিছু ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁদের হৃদয়ে যে ঢেউ উঠেছিল তা এসে পড়লো বাংলাদেশেও। বাংলাদেশে (সে সময়কার পূর্ববঙ্গ) চারশত বছরেরও আগে খ্রিষ্টমণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে মণ্ডলী নানাবিধ সেবাকাজে জড়িত হয়েছে। সেই সেবাকাজগুলোর কিছু কিছু নিচে তুলে ধরা হলো:

১। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে: ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে অনেক খ্রিষ্টান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনজন পুরোহিতসহ তাঁদের অনেকে শহিদ হয়েছেন। অনেক সাধারণ মানুষও প্রাণ দিয়েছেন। বহু লোকের ঘরবাড়ি পাকিস্তানিরা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। বাংলাদেশের বিশপগণ পুরোহিতদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যেন তাঁরা যুদ্ধে আশ্রয়হীনদেরকে আশ্রয় দান করেন। অনেক ধর্মপল্লীতে লোকদের আশ্রয় দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করেছেন। অনেক আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবাশুশ্রূষা করেও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

২। শিক্ষাক্ষেত্রে: বাংলাদেশ খ্রিষ্টমণ্ডলী শিক্ষার দিকে জোর দিয়েছেন প্রচুর। কারণ মণ্ডলী উপলব্ধি করেছে, একটা জাতিকে উন্নত করতে হলে শিক্ষার আলো ছড়াতে হবে আগে। তাই তাঁরা দেশের বহু স্থানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেমন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শহরে, তেমনি হয়েছে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। সারা দেশে বর্তমানে মণ্ডলী পরিচালিত প্রাইমারী স্কুল রয়েছে ৫১৩টি, জুনিয়র হাই স্কুল ১৪টি, হাই স্কুল ৪৮টি, কলেজ ৫টি, কারিগরি বিদ্যালয় ১৩টি, শিক্ষার্থীদের জন্য হোস্টেল ১২৫টি।

খ্রিষ্টমণ্ডলী বাংলাদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। খ্রিষ্টমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সব ধর্মানুসারী শিক্ষার্থীই শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। নিম্নলিখিত কারণে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা যথেষ্ট উচ্চমানের:

(১) প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়;
(২) শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি নজর দেওয়া হয়, নিজেদের কোন লাভের দিকে নয়;
(৩) সব বিষয় ভালো করে পড়ানো হয়;
(৪) সুন্দর জীবন গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হয়;
(৫) পরিচালকমণ্ডলী এসব কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। শিক্ষার্থীদের সেবা করে তাঁরা ঈশ্বরকেই সেবা করেন।
(৬) নিঃস্বার্থ ও নিবেদিতপ্রাণ পরিচালকদের পরিচালনা।

এসব কারণে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান ভালো হয়।

৩। স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে: স্বাস্থ্যের উপর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির অনেক কিছু নির্ভর করে। স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে মানুষের শিক্ষায় যেমন মন বসে না তেমনি অন্য কোন কিছুই ভালো লাগে না। তাই খ্রিষ্টমণ্ডলী চিকিৎসাকেন্দ্রের উপর অনেক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সারা দেশে খ্রিষ্টানদের বড় বড় হাসপাতালগুলোর মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো অন্যতম: দিনাজপুর সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল, খুলনার মলায় সেন্ট পৌল হাসপাতাল, যশোরে ফাতেমা হাসপাতাল, রাজশাহী খ্রিষ্টান হাসপাতাল, নাটোরের হরিশপুর হাসপাতাল, নাটোরের মিশন হাসপাতাল, কক্সবাজারের মালুমঘাট খ্রিষ্টান হাসপাতাল, চন্দ্রঘোনা খ্রিষ্টান হাসপাতাল, পার্বতীপুর ল্যাম হাসপাতাল, টাঙ্গাইলের মধুপুরে জলছত্র হাসপাতাল ও জলছত্র কুষ্ঠাশ্রম, দিনাজপুরের ধানজুরি কুষ্ঠ হাসপাতাল, ফরিদপুর ব্যাপ্টিস্ট চার্চ পরিচালিত কুষ্ঠাশ্রম, নটর ডেম নেভিন হাসপাতাল, ঢাকা খ্রিষ্টান হাসপাতাল, সেন্ট মেরী'স কাথলিক মা ও শিশু সেবাকেন্দ্র। এগুলোর মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টান-অখ্রিষ্টান, ধনীগরিব সব মানুষের জন্য চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে। ঢাকার হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালও খ্রিষ্টান মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু পরে তা রেড ক্রিসেন্টের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডিসপেন্সারী: খ্রিষ্টানদের পরিচালিত ৬৫টিরও অধিক ডিসপেন্সারী রয়েছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিদিন অগণিত রোগীদের বিনামূল্যে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে ঔষধসহ চিকিৎসা দেওয়া হয়। এদের বেশিরভাগগুলোতেই স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ডাক্তার ও নার্স: ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় সারা দেশে ১২০ জনের অধিক খ্রিস্টান ডাক্তার ও পাঁচ হাজার জনেরও অধিক খ্রিস্টান নার্স বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে চিকিৎসা ও সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

৪। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে: বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। কারিতাস, সিসিডিবি, কৈলনিয়া, খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়ন, কাল্‌ব, খ্রিস্টান হাউজিং সোসাইটি, সালভেশন আর্মি, ওয়ার্ল্ড ভিশন এবং এধরনের আরও অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য নীরবে কাজ করে যাচ্ছে।

৫। যুব উন্নয়ন ক্ষেত্রে: যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারলে দেশ সুপথে চলবে বলে আমরা ধরে নিতে পারি। এ কারণে যুবসমাজকে সুগঠন দেওয়ার জন্য আমাদের দেশের সাতটি ধর্মপ্রদেশে সাতটি যুব কমিশন ও একটি জাতীয় যুব কমিশন রয়েছে। এর দ্বারা যুবক-যুবতীদেরকে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো হয়।

৬। পরিবার উন্নয়ন ক্ষেত্রে: পরিবার থেকেই মানুষ ভালোবাসা, মা, ন্যায্যতা, শান্তি, সহানুভূতি, উদারতা ইত্যাদি মূল্যবোধ শিখতে পারে। তাই সাতটি ধর্মপ্রদেশ ও জাতীয় পর্যায়ে পরিবার উন্নয়নের জন্য প্রতি বছর বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পারিবারিক কাউন্সেলিং দ্বারাও অনেক সমস্যাগ্রস্ত পরিবারকে সুপথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হচ্ছে।

৭। মানবাধিকার, ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে: মানুষের মধ্যে ন্যায় ও শান্তির প্রয়োজনীয়তা থাকলেও মানুষের মনেই অন্যায় ও অশান্তি বারে বারে এসে দানা বাঁধতে থাকে। তাই ন্যায় ও শান্তি কমিশন সারা দেশে ঘন ঘন প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন সেমিনার পরিচালনা করে মানুষকে মানবাধিকার, ন্যায় ও শান্তি সম্পর্কে সচেতনতা দিয়ে থাকে।

৮। মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে: বর্তমান যুগের বড় একটা সমস্যা হলো মাদকাসক্তি। এটি এখন শুধু শহরের সমস্যাই নয়, গ্রামেগ্রামান্তরেও এই সমস্যা ছড়িয়ে পড়েছে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলী বেশ কয়েক বছর যাবৎ অন্তত দুইটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা করে আসছে। কেন্দ্র দুইটি হলো 'আপন' ও 'বারাকা'। ইতিমধ্যে এগুলো যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।

এসব সেবাকাজগুলোই শুধু নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও অনেক ধরনের সেবাকাজ

এখানে ওখানে হচ্ছে যেগুলো সব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। মোটকথা, বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী দেশ ও জাতি গঠনে নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। মণ্ডলীর লক্ষ্য একটাই মানব সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা।

কী শিখলাম

খ্রিস্টীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন সেবাকাজ করে যাচ্ছে।

পরিকল্পিত কাজ

তোমার এলাকায় দেশ ও জাতির উন্নয়নে কী কী সেবাকাজে অংশগ্রহণ করতে পার তা লেখ।

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) বাংলাদেশে --- বছরেরও আগে খ্রিস্টমণ্ডলী স্থাপিত হয়েছে।
খ) তাই তারাও দেশের -------- রায় বন্ধপরিকর।
গ) বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী ---- দিকে জোর দিয়েছেন।
ঘ) তাঁরা দেশের বহুস্থানে ------ গড়ে তুলেছেন।
ঙ) খ্রিস্টমণ্ডলী চিকিৎসাকেন্দ্রের উপর অনেক ----- দিয়েছেন।

২। বাম পাশের অংশের সাথে ডান পাশের অংশ মিলাও

ক) ঢাকার হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালও	ক) মাদকাসক্তি
খ) বর্তমান যুগের বড় একটা সমস্যা হলো	খ) কাজ করে যাচ্ছে।
গ) ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধে অনেক খ্রিস্টান	গ) অনুসরণ করা হয়।
ঘ) খ্রিস্টমণ্ডলী বাংলাদেশে একটি বিশ্ব বিদ্যাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য	ঘ) খ্রিস্টান মিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছিল।
ঙ) মণ্ডলী পরিচালিত সারা বাংলাদেশে	ঙ) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে।
	চ) ৪৮টি হাইস্কুল আছে।

৩। সঠিক উত্তরটিতে টিক(√) চিহ্ন দাও

৩.১ সারা বাংলাদেশে মণ্ডলী পরিচালিত কয়টি প্রাইমারী স্কুল রয়েছে?

(ক) ৫১০টি (খ) ৫১১টি

(গ) ৫১২টি (ঘ) ৫১৩টি

৩.২ মণ্ডলী পরিচালিত কারিগরি বিদ্যালয় কয়টি?

(ক) ১৩টি (খ) ১২টি

(গ) ১১টি (ঘ) ১০টি

৩.৩ সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালটি বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

(ক) ঢাকায় (খ) দিনাজপুরে

(গ) রাজশাহী (ঘ) চট্টগ্রাম

৩.৪ কক্সবাজারে অবস্থিত খ্রিষ্টান হাসপাতালটির নাম কী?

(ক) ল্যাম হাসপাতাল (খ) কুষ্ঠ হাসপাতাল

(গ) মালুমঘাট খ্রিষ্টান হাসপাতাল (ঘ) মিশন হাসপাতাল

৩.৫ বাংলাদেশে আনুমানিক কতজন খ্রিষ্টান ডাক্তার আছেন?

(ক) ১২০ জনের অধিক (খ) ১২৫ জন

(গ) ১৩০ জনের অধিক (ঘ) ১৩৫ জন

৪। সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) বাংলাদেশে কতজন খ্রিষ্টান নার্স রয়েছে?

খ) যুব উন্নয়নের জন্য কারা কাজ করেন?

গ) ন্যায় ও শান্তির জন্য কী করা হয়?

ঘ) বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচালিত মাদকাসক্তি কেন্দ্র দুইটির নাম কী কী?

৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও

ক) আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে?

খ) শিক্ষাসেবা ক্ষেত্রে খ্রিস্টমণ্ডলীর অবদান কতটুকু?

সমাপ্ত

২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ৫-খ্রি

জীভের শক্তি দুরন্ত, বাকসংযমী
মানুষই যথার্থ মানুষ। সাধু যাকোব
- বাইবেল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত– বিক্রয়ের জন্য নয়।